ভারতের জয়ের ভাগ শতকরা ৮

ইংলেণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, নিউজিল্যাণ্ড ও পাকিস্তানের সঙ্গে মোট ৭৫টি অফিসিয়াল টেস্ট খেলায় ভারতের জয়ের সংখ্যা মাত্র ছয়। মোট ২৯টি খেলায় ভারত হেরেছে, আর অমীমাংসিত থেকে গেছে ৪০টি টেস্টের ফলাফল; সুতরাং টেস্টে ভারতের জয়ের ভাগ শতকরা আট।

ভারত : ইংলেণ্ড

	খেলা	জয়	পরা	ড্র
১৯৩২ ইংলণ্ডে	১	০	১	০
১৯৩৩-৩৪ ভারতে	৩	০	২	১
১৯৩৬ ইংলণ্ডে	৩	০	২	১
১৯৪৬ ইংলণ্ডে	৩	০	১	২
১৯৫১-৫২ ভারতে	৫	১	১	৩
১৯৫২ ইংলণ্ডে	৪	০	৩	১
১৯৫৯ ইংলণ্ডে	৫	০	৫	০
১৯৬১-৬২ ভারতে*	৩	০	০	৩
	২৭	১	১৫	১১

(* দিল্লির তৃতীয় টেস্ট খেলা পর্যন্ত)

ভারত : অস্ট্রেলিয়া

	খেলা	জয়	পরা	ড্র
১৯৪৭-৪৮ অস্ট্রেলিয়ায়	৫	০	৪	১
১৯৫৬ ভারতে	৩	০	২	১
১৯৫৯-৬০ ভারতে	৫	১	২	২
	১৩	১	৮	৪

ভারত : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

	খেলা	জয়	পরা	ড্র
১৯৪৮-৪৯ ভারতে	৫	০	১	৪
১৯৫২-৫৩ ওঃ ইণ্ডিজে	৫	০	১	৪
[illegible]রতে	[illegible]	০	৩	২

ভারত : নিউজিল্যাণ্ড

	খেলা	জয়	পরা	ড্র
১৯৫৫-৫৬ ভারতে	৫	২	০	৩

ভারত : পাকিস্তান

	খেলা	জয়	পরা	ড্র
১৯৫২-৫৩ ভারতে	৫	২	১	২
১৯৫৪-৫৫ পাকিস্তানে	৫	০	০	৫
১৯৬০-৬১ ভারতে	৫	০	০	৫
	১৫	২	১	১২

*[মোট খেলা ৭৫ : মোট জয় ৬ : মোট পরাজয় ২৯ : মোট ড্র ৪০]

রাজার খেলায় বাঙলার সহরাজা

কমল সরকার

১৮৬৮ সালের ২১শে অক্টোবর সোমবার উত্তরবঙ্গের ছোট শহর নাটোরের মাইল দুয়েক দূরে হরিপুরের দরিদ্র ব্রাহ্মণ শ্রীনাথ রায়ের বিধবা স্ত্রীর একাদশ পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল। একে বিত্তহীন ব্রাহ্মণ বিধবা, তার একাদশ পুত্র। স্বভাবতই সে জন্ম উৎসব গ্রাম্য কুলবধূদের কয়েকটা শঙ্খ আর উলুধ্বনির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে হ্যাঁ—জ্যোতির্বিদদের গণনায় দেখা গেল নবজাতকের অদৃষ্টে রাজসিংহাসনযোগ। কারণ, শিশুর জন্মলগ্নে বৃহস্পতি একাদশ, শনি তৃতীয় এবং রাহু তুঙ্গে। তারওপর শিশুর দীর্ঘজীবী হবার প্রবল সম্ভাবনা।

কয়েক মাসের মধ্যেই অখ্যাত হরিপুরের শ্রীনাথ রায়ের একাদশ শিশুপুত্র ব্রজনাথের কথা নাটোর রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে পৌঁছুল। স্বর্গত মহারাজা গোবিন্দনাথের বিধবা পত্নী মহারাণী ব্রজসুন্দরী এই ভাগ্যবান শিশুর সংবাদে বিচলিত। এক্ষুণি তাকে চাই—কারণ মহারাণী অপুত্রক। দত্তক চাই ঐ ব্রাহ্মণ শিশুকে। কুলপুরোহিত আর রাজজ্যোতিষী ছুটলেন পাল্কী চেপে হরিপুরের উদ্দেশ্যে।—সঙ্গে মহারাণীর অনুজ্ঞাপত্র। শিশুদর্শনের পর রাজজ্যোতিষী জগবন্ধু ভট্টাচার্য অভিমত দিলেন, নির্ভুল গণনা। শিশু ভাগ্যবান। দত্তক নেবার উপযুক্ত।

চৌদ্দ মাস বয়সে মহাসমারোহে পুত্রেষ্ঠি যজ্ঞের ঘৃতাহুতির সঙ্গে রাণী ভবানীর উত্তরপুরুষ শিশু ব্রজনাথকে দত্তক নিলেন মহারাণী ব্রজসুন্দরী। পর্ণকুটীর থেকে শিশু ব্রজনাথ এল অভ্রভেদী রাজপ্রাসাদে। যেন রূপকথার গল্প। তবে ব্রজনাথ আর ব্রজনাথ নয়—নূতন নাম হ'ল [illegible]ন্দ্রনাথ। বড়লাটের দরবারে ফরমান গেল [illegible] গরনাটোরের রাণীভবানীর অধস্তন- [illegible] এখন হরিপুরে নয়, নাটোর প্রাসাদে। [illegible] [illegible] পাঠাও। [illegible] সানন্দে স্বীকার করে নিলেন জগ[illegible]

সেই থেকে মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ। সাহিত্যিকেরা বলে সাহিত্যিক জগদিন্দ্রনাথ, কবিরা বলে কবি জগদিন্দ্রনাথ। সঙ্গে তারস্বরে ক্রিকেট খেলোয়াড়রাও বলে ক্রিকেটার জগদিন্দ্রনাথ। সত্যি সাহিত্যিক, কবি, সম্পাদক তার পরের পরিচয়। সবার আগে তিনি যে পরিচয়ে পরিচিত তা' হ'ল ক্রিকেটার জগদিন্দ্রনাথ। কারণ, বাংলাদেশের আদি ক্রিকেট পর্বের তিনিই অন্যতম উদ্যোক্তা। সম্পূর্ণ ভারতীয় খেলোয়াড়দের নিয়ে দল গঠনের সূত্রপাত এই জগদিন্দ্রনাথ থেকেই সুরু।

সে দলের নাম হল 'নাটোর একাদশ'। একমাত্র ভারতীয়রাই খেলতে পারতেন সে দলে। উদ্দেশ্য ভারতীয়দের ক্রিকেটে [illegible] সুপটু করা। এছাড়া কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাঠ এবং প্যাভেলিয়ন 'নাটোর পার্ক' জগদিন্দ্রনাথের অর্থব্যয়েই তৈরী হয়েছিল। সে অনেক দিনের কথা।

দক্ষিণ কলকাতার বন্দেল রোডের কাছে লুম্বিনী পার্কের পাশে যে অবহেলিত উদ্যানবাটী আজও পথিকের বিস্ময়ের সঞ্চার করে, অর্ধশতাব্দী আগে ঐ উদ্যানবাটীই ছিল কলকাতার ভারতীয় ক্রিকেটারদের 'ইডেন'। নাম ছিল 'নাটোর পার্ক'। তখন কলকাতায় ক্রিকেট খেলা হ'ত মাত্র দু'জায়গায়। এক 'নাটোর পার্ক', অপরটি 'ইডেন গার্ডেন'। ইডেন গার্ডেন ছিল ক্যালকাটা ক্লাবের মাঠ। নাটোর পার্ক নাটোর দলের। ভারতে এমন কোন ক্রিকেটার অথবা দল সে সময়ে ছিল না যারা ঐ মাঠে খেলেননি। আজ থেকে বাট বছর আগে অর্থাৎ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে জগদিন্দ্রনাথ বন্দেল রোডের ৪৫ বিঘা জমি কিনে ক্রিকেট খেলার উপযোগী করে নেন। খেলার মাঠের সঙ্গে একটি সুদৃশ্য প্যাভেলিয়নও তৈরী হয়েছিল। মাঠের 'পিচ' ভালো করার জন্যে সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে বিখ্যাত 'ব্লাকসয়েল' জাহাজ করে কলকাতায় আসত।

জগদিন্দ্রনাথ নিজেও ছিলেন প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটার। দীর্ঘকাল তিনি দলের অধিনায়ক হিসেবে তৎকালীন ভারতের বিভিন্ন বিখ্যাত দলের সঙ্গে খেলেছেন। [illegible] নাটোর দলের সুনামে যে সব বিদেশী [illegible] আসে [illegible] যোধপুর [illegible] একস্ট। ভারতের কোচবিহার [illegible] দল রেঙ্গুন বাইরে থেকে [illegible] না নাটোর জিমখানা এ[illegible] খেলে একাদশের [illegible] ক্যালকাটা গিয়েছে। [illegible] একাদশ, ক্লাব, বাল[illegible] স্কুল এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ [illegible] য়ুরোপীয় স্কুলের [illegible] উল্লেখযোগ্য।

ভারতের বিখ্যাত [illegible] রঞ্জি সিংজী, পাতিয়ালার (বর্তমান মহারাজার পিতা) [illegible] নৃপেন্দ্রনারায়ণ এবং [illegible] রাউণ্ডার ফ্রাঙ্ক ট্যারেণ্ট মাঠে জগদিন্দ্রনাথের দলের বিরুদ্ধে খেলে গিয়েছেন। এঁদেরই ক্রিকেট নভোমণ্ডলের উজ্জ্বল নাটোর পার্কের ঐতিহ্য ম্যাচের অন্যতম রঞ্জির দলের একাদশের বিরুদ্ধে জগদি[illegible] খেলা। ১৯১১ সালে [illegible] একটি কলকাতায়। দু'টি [illegible] লাও ক্যালকাটার সঙ্গে [illegible] অথবা হল। আজকালে [illegible] খেলা। পাঁচ দিনের ম্যাচ [illegible] দিকে একদিকে অধিনায় [illegible] হয়। জগদিন্দ্রনাথ। দুইট ইনিংসে খেলায় রানের সংখ্যা [illegible] রঞ্জির দল [illegible] ১২২ দ্বিতীয় [illegible] টোর করেছিলেন [illegible] যোধপুর- নৈমো[illegible] দলের [illegible] জাম[illegible] খেলে[illegible] কটার ১৯১৪ [illegible] ভ্রাতা নাটোর দ[illegible] পি পি বালু, পি[illegible] তম গণপৎ বিখ্যা[illegible] সির ভিট্টল ভারতে [illegible] বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে অর্থাৎ [illegible] মধ্যে টেস্ট খেলেন। অন্য[illegible] এস [illegible]শমীরী ব্যাটসম্যান [illegible] জি স্পেষাচারী (উইকেটরক্ষক), পুরুষোত্তম, আগত[illegible]শঙ্কর [illegible] ওয়ার্ডেন (পার্শী) কে বি মি[illegible] জানা ডি স্যাম্পার, এইচ [illegible] রজাক, মুরাদ আলী, আজিজ [illegible] সালামুদ্দিন, সারদারঞ্জন [illegible] কুলদারঞ্জন [illegible] মণি [illegible] প্রমুখ বাক্তিরা [illegible] দের এই আর মেটা [illegible] বিখ্যাত উইকেটরক্ষক ইন[illegible]

[illegible] গজদার। একাধিকবার 'কোয়াড্রাঙ্গুলার' ক্রিকেটে অংশ গ্রহণ করেন। কলকাতায় অবস্থানকালীন গজদার এইচ আর মেটা ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। ডি স্যাম্পার উত্তরকালে গিলিগ্যানের টীমের বিরুদ্ধে করাচীতে ৬৮ রান তুলে নট আউট ছিলেন। ম্যাসী সে যুগের বিখ্যাত ব্যাটসম্যান। মিস্ত্রি ছিলেন একাধারে 'লেফটহ্যাণ্ডার' এবং 'ফাস্ট বোলার'। নাটোর দলের এম পি বাজানা পরে সোমারসেটের হয়ে বিলেতে খেলতেন। পি বালু, শেষাচারী এবং শিবরাম পাতিয়ালার মহারাজার অধিনায়কত্বে ১৯১১ সালে ইংল্যাণ্ডে খেলতে যান। ইংল্যাণ্ডের 'বোলিং এভারেজে' বালু ইংল্যাণ্ড এবং ভারতীয় বোলারদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

বাঙালী খেলোয়াড়দের মধ্যে তৎকালীন মেট্রোপলিটান কলেজের (বর্তমান বিদ্যাসাগর) গণিতের অধ্যাপক এবং পরে প্রিন্সিপ্যাল সারদারঞ্জন রায় অন্যতম। বাংলা ক্রিকেটের অন্যতম জনক হিসেবে সারদারঞ্জন আজও স্মরণীয়। সারদারঞ্জনের অপর দুই ভ্রাতা অধ্যাপক মুক্তিদারঞ্জন এবং কুলদারঞ্জন ভালো ব্যাটসম্যান হিসেবে খ্যাত ছিলেন। রঙ্গলাল রায় এবং মণি দাস অন্যতম বাঙালী খেলোয়াড়। রঙ্গলাল নাটোর দলের 'ওপনিং' করতেন। মণি দাস ভালো ব্যাটসম্যান হিসেবে অল্পকালের মধ্যেই পরিচিত হন। উত্তরকালে ফুটবলেও মণি দাস কৃতিত্ব দেখান।

বাংলাদেশের ক্রিকেটের মূলে যে দু'জন [illegible] জগদিন্দ্রনাথ এবং নৃপেন্দ্র[illegible] [illegible] দুজনেরই [illegible] করেছেন অকাতরে অর্থব্যয়। তবে দুজনের চিন্তাধারার বিশেষ পার্থক্য ছিল। নৃপেন্দ্রনারায়ণ বাঙালী তরুণদের ক্রিকেট শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিলেত থেকে 'প্রফেসানাল' খেলোয়াড়দের নিজের দলভুক্ত করেন। ফলে তাঁর দলে য়ুরোপীয় খেলোয়াড়দের প্রাধান্য ছিল বেশী। জগদিন্দ্রনাথ য়ুরোপীয় খেলোয়াড়দের ঘোর বিরোধী ছিলেন। বাঙালী তরুণদের খেলা শেখানোর জন্যে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে তিনি ভারতীয়দের নিজের দলে এনেছেন—কখনও কোন য়ুরোপীয়ানকে নয়। এছাড়া নিজের দল সম্পূর্ণ ভারতীয় হবে এই ছিল তাঁর অভিমত।

ক্রিকেট খেলা ব্যতীত জগদিন্দ্রনাথের আরও পরিচয় আছে। বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে তিনি অন্যতম জ্যোতিষ্ক। এছাড়া তিনি কবি এবং ঐতিহাসিক হিসেবেও সুপরিচিত। তৎকালীন মাসিক সাহিত্যপত্র 'মানসীর' তিনি প্রতিষ্ঠাতা। উত্তরকালে মানসী মর্মবাণীর সঙ্গে একত্রিত হয়ে 'মানসী ও মর্মবাণী' নামে প্রকাশিত হতে থাকে। জগদিন্দ্রনাথ এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যুগ্মভাবে সম্পাদনা করেন। মানসী ও মর্মবাণীতে জগদিন্দ্রনাথের বহু কবিতা, প্রবন্ধ, স্মৃতি-চিত্র এবং ঐতিহাসিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'সন্ধ্যাতারা' জগদিন্দ্রনাথের [illegible] 'নুরজাহান' [illegible]তম ঐতিহাসিক গ্রন্থ। [illegible] জগদিন্দ্রনাথ বিশ্বকবি রবীন্দ্র[illegible] শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের অন্তর[illegible] ছিলেন। জগদিন্দ্রনাথের অকৃত্রিম সুহৃদদের মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্যার সুরেন্দ্রনাথ, লালমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, স্যার আশুতোষ চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, তারকনাথ পালিত, ঐতিহাসিক যদুনাথ, অক্ষয়কুমার মৈত্র, রমাপ্রসাদ চন্দ প্রমুখ ব্যক্তিরা প্রধান।

ক্রিকেটার জগদিন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবী হতে পারেন নি। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে আকস্মিক এক মোটর দুর্ঘটনায় এলগিন রোডে জগদিন্দ্রনাথ আহত হন এবং প্রায় এক সপ্তাহকাল মৃত্যুর অপেক্ষা করে ১৯২৬ সালের ৫ই জানুয়ারি মাত্র ৫৮ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর নাটোর ক্লাব এবং মাঠ দুইই [illegible] হয়—তবে আজও দক্ষিণ কলকাতার [illegible] নাটোর মাঠের বিস্তীর্ণ ভূমি [illegible]ময় সৃষ্টি করে।

([illegible] ইনস্টিটিউশন[illegible] কয়েকটি তথ্য পদ্মপুকুর [illegible] কুমার মজুমদার [illegible] প্রধান শিক্ষক শ্রীসুশীল- [illegible] সৌজন্যে প্রাপ্ত।) শ্রীজয়ন্তনাথ রায়ের

রবীন্দ্রনাথ কি ক্রিকেট খেলতেন?

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এক অভিনব তথ্য পরিবেশন করেছেন। লেখিকার বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে যে, পরিণত বয়সে কবি ক্রিকেটে পারদর্শী হবার উদ্দেশ্যে খেলা শুরু করেন, কিন্তু খেলার কায়দা আয়ত্ত করতে না পেরে তিনি খেদোক্তি করে বলেছেন, 'ক্রিকেট আমার কাছে ভ্রান্তির সৃষ্টি করে'?

কবি সম্পর্কে এই বিচিত্র তথ্যের সূত্রধার কবির প্রাক্তন একান্ত সচিব, শিক্ষাব্রতী এবং বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের উপমন্ত্রী শ্রীঅনিলকুমার চন্দকে এক পত্র লেখা হয়, সঠিক খবর জানবার উদ্দেশ্যে। পত্রের উত্তরে শ্রীচন্দ দিল্লি থেকে জানালেন, প্রবন্ধটি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং কবির ক্রিকেট খেলার কথায় তিনি নিজেও আশ্চর্য বোধ করছেন। এ বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। উৎসাহী পত্র লেখক হতাস হয়ে নিউ ইয়র্কে পত্র লিখলেন লেখিকাকে। লেখিকা উত্তরে জানালেন, এ তথ্য তিনি পেয়েছেন শ্রীচন্দের কাছ থেকেই। শ্রীচন্দ আবার এ সংবাদ পেয়েছেন অধ্যাপক মহলানবিসের কাছ থেকে। লেখিকা শুনে পরিবেশন করেছেন মাত্র।

কবির ক্রিকেট খেলা বিচিত্র সংবাদ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এর স্বপক্ষে কোন যুক্তি অথবা প্রমাণও নেই। কারণ কবির একান্ত ঘনিষ্ঠ শ্রীচন্দের এ খবর তাহলে জানা থাকত। লেখিকা কবির ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে যে তথ্যের অবতারণা করেছেন, তা কতদূর সত্য তা একমাত্র কবির ঘনিষ্ঠরাই বলতে পারেন।

অম্ভূতাচার্য।

রাণীর মাঠে রাজার খেল।

এই ক্রিকেট মাঠের মালিক ছিলেন ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব। ক্লাব প্রতিষ্ঠা হয় ১৮২৫-২৬ সনে। ১৮৬৮ সনে নিজেদের একটি ক্লাব-বাড়ি নির্মাণের প্রস্তাব করলে বাঙলা সরকার তা নাকচ করে দেন। তবে ১৮৭১ সনের ১৯শে এপ্রিল ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে তখনকার চালাঘরের বদলে একটি তাঁবু তৈরীতে অনুমতি পাওয়া যায়। সর্ত ছিল কাঠ কিংবা ঢেউ-লোহা ছাড়া আর কোন জিনিস তাঁবু নির্মাণে ব্যবহার করা চলবে না এবং যে কোন সময়ে কোন ক্ষতিপূরণ না দিয়ে এই কাঠের বাড়ি প্রয়োজন হলে ভেঙে ফেলতে হবে। পরে ঐখানেই সুন্দর প্যাভিলিয়ন তৈরী করে দিলেন কোচবিহারের মহারাজা।

তারপর অনেক পালা বদলের ভেতর দিয়ে ইডেন গার্ডেনের পূব কোণের এই ক্রিকেট মাঠটি বড় হয়েছে, চেহারা পালটেছে। আগে সাহেব সুবোরা সখের খেলা খেলতেন। পরে নেশা ধরে গেল। সেই নেশা ছড়াল এ দেশের অন্যান্য লোকের মনে। মাঠ হয়ে উঠল জমজমাট।

এই শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে আসতে লাগলেন বাইরের খেলোয়াড় এবং কয়েক বছর পর বিদেশের নামকরা টিম। ইডেন গার্ডেন হঠাৎ কদিন বিখ্যাত হয়ে গেল। এককালের প্রমোদ ভ্রমণের জায়গা হল বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্রিকেট মাঠ।

১৯৫০ সন পর্যন্ত মাঠের মালিক ছিলেন ক্যালকাটা ক্রিকেট [illegible] থেকেই কথা হচ্ছিল মাঠে স্টেডিয়াম হবে। গঠিত হল ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাব—সংক্ষেপে এন-সি-সি। তাঁরা ইজারা নিলেন ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তরের কাছে থেকে। ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব বহুদিনের জায়গা পালটে চলে গেলেন বালিগঞ্জের মাঠে। কায়েম হল নতুন দখলী, নতুন রাজত্ব।

ঠিক হল স্টেডিয়ামের নাম হবে রণজি স্টেডিয়াম। কিন্তু কাজ শেষ হল না নানা গোলমালে। একটি কদাকার ব্লক উঠে পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। তারপর কিছুদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে এন-সি-সির মারামারি এবং শেষ পর্যন্ত মাঠটি এখন সরকারেরই রক্ষণে।

সংক্ষেপে এই হল ইডেন গার্ডেনের ইতিহাস। কিন্তু এ তো তথ্যের বিবরণ,—রানীর মাঠে রাজার খেলার আসল ইতিহাস রয়েছে উত্তর কোণের অতিকায় স্কোর বোর্ডে। তার খরচ সকল ক্রিকেট রসিকই রাখেন। যাঁরা রাখেন না, তাঁরা বোধ হয় 'ক্রিকেট' নামক খেলার কথাই শোনেননি।

মঞ্জরেকার (রাজস্থান) সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান | সেলিম দুরানী (রাজস্থান) নামী ব্যাটসম্যান ও নামী স্পিন বোলার | উমরিগর (বোম্বাই) খ্যাতকীর্তি ব্যাটসম্যান মিডিয়াম ফাস্ট আউট সুইং বোলার | রামকান্ত দেশাই (বোম্বাই) ডান হাতের ফাস্ট মিডিয়াম বোলার | জয়সীমা (হায়দরাবাদ) ধৈর্যশীল ওপেনিং ব্যাটসম্যান | সুভাষ গুপ্তে (রেলওয়ে) লেগ-ব্রেক ও গুগলী বোলার | পাতৌদির নবাব (দিল্লী) ডান হাতের আক্রমণীয় ব্যাটসম্যান | বোরদে (বরোদা) ব্যাটসম্যান এবং লেগ ব্রেক ও গুগলী বোলার | কৃপাল সিং (মাদ্রাজ) ব্যাটসম্যান [illegible] ব্রেক বোলার | ফারুক ইঞ্জিনিয়ার (বোম্বাই) ব্যাটসম্যান ও উইকেটকীপার

ইডেনের টেস্ট অঙ্গনে

স্বাগত 'লর্ড এডওয়ার্ড' ডেক্সটার

ইংলেন্ডের তরুণ অধিনায়ক এডওয়ার্ড র‍্যালফ 'ডেক্সটারকে স্বাগত জানাচ্ছি, তারই অ্যালবামের একটি পাতা খুলে দিয়ে। ১৯৬০ সালে তোলা ডেক্সটারের একটি চমৎকার ছবি আছে তাতে। খুব ঘনকালো রঙের ব্যাকগ্রাউন্ডে ছবিখানি তোলা হয়েছে।

ছবিটির পটভূমিকা এইরকম—

"প্রায় সকল ক্রিকেট-প্রেমিক ১৯৬০ সনের দিকে তাকিয়ে বলবেন 'কী দুর্বৎসর।' এই মরশুম দুঃখজনকভাবে মনে থাকবে নানা কারণেঃ খেলা নষ্টকরা প্রচুর বৃষ্টি, আতঙ্কজনক দর্শক হ্রাস, গ্রিফিনের (সাউথ আফ্রিকার) থ্রো নিয়ে কটু বিতর্ক, টেস্ট আম্পায়ারের পদ থেকে বুলারের বিতাড়ন, 'ওভার টু মি' বই লেখার জন্য এম সি সি ও সারে কর্তৃক লেকারকে প্রদত্ত সুবিধাগুলির প্রত্যাহার, গ্লস্টার্সশায়ারের অধিনায়কত্ব নিয়ে গ্রেভনীর সঙ্গে বিবাদ এবং সাউথ আফ্রিকার নিতান্ত নৈরাশ্যজনক সফর......"। (উইসডেন)

পটভূমিকার ঘন রঙকে আরো একটু গাঢ় করে তোলা যাক ঐ দর্শক-হ্রাসের বিষয়টি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কিছু তথ্য দিয়ে—

"১৯৪৭ সালে সদস্যদের বাদ দিয়ে কাউন্টি ম্যাচে মোট দর্শকসংখ্যা হয়েছিল তেইশ লক্ষের কিছু বেশী ১৯৫৮ সালে তা নেমে গেছে, কিছু কম হয়েছে ১৯৬০ সালে। ১৯৫৮ সালকে বাদ দিলে (তখন দর্শকসংখ্যা ৯ লক্ষ ৮৪ হাজারের মত) যুদ্ধের পরে এই হোল সর্বনিম্ন সংখ্যা।"

এমনই অন্ধকারের উপরে ডেক্সটারের ছবি কি ধরণের?

"কিন্তু একটিমাত্র ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি যে সবকিছু বদলে দিতে পারে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে গত গ্রীষ্মে সাসেক্সের ক্ষেত্রে। তারা প্রভূত গুণান্বিত একজন ব্যাটসম্যানকে টেড ডেক্সটারকে, পেয়েছিল, যিনি সে বারই প্রথম অধিনায়কত্ব করলেন, যার ফলে সাসেক্সের সদস্যসংখ্যা ১২ হাজার বেড়ে গেল, গেটে প্রাপ্তি বাড়ল দু হাজার পাউন্ড। কেউ কেউ আছেন যাঁরা যুক্তিতর্কের দ্বারা বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রান করা অত্যন্ত কঠিন' ১৯১৪ সালের পূর্ববর্তী কালের মত স্বর্ণযুগ এখন আর নেই। তাঁরা বলেন, বোলিং এখন অনেক কুশলী, ফিল্ডিং উন্নত এবং ফিল্ডিং সাজানোর অদ্ভুত চাতুর্য। আজকাল একেবারে ব্যাটের মুখ থেকে ক্যাচ ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এইসব নানা কথা তাঁরা প্রায়ই তোলেন, কিন্তু কই, যখন ডেক্সটার অধীর আবেগে গর্জন করছেন, তখন তো ব্যাটের মুখে লোক দেখা যায় না? উইকেটে যাঁরা রগড়ে ঘামচে টিকে থাকতে চেষ্টা করেন, তাঁরাই গায়ে পড়তে দেন ফিল্ডারকে; কিন্তু যে মুহূর্তে একজন যথার্থ ব্যাটসম্যান ব্যাট ধরেন, তখনি ঐসব ফিল্ডারের দূর নিরাপদ রাজ্যে সত্বর প্রস্থান।"

১৯৬০ সালের দুর্বৎসরে মেঘফাটা দুটি মাত্র আলোক রেখাকে দেখেছেন উইসডেনের সম্পাদকঃ একটি ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সের সফল অধিবেশন; দ্বিতীয় "টেড ডেক্সটারের অসামান্য ব্যাটিং কৌশল।"

তার মানে একটি গোটা বছরে দিনরাত্রির সূর্যের নাম টেড ডেক্সটার।

ডেক্সটার সম্বন্ধে আরো কিছু তথ্য উপহার দেওয়া যাক।

কাউন্টি প্রতিযোগিতায় ১৯৫৯ সালে সাসেক্সের স্থান ছিল পঞ্চদশ, পরের বছর লাফ দিয়ে পড়ল চতুর্থ স্থানে, সে লাফ নতুন অধিনায়ক ডেক্সটারের কাঁধে চড়ে। ডেক্সটার নিজ দলে রান, উইকেট, নেতৃত্ব এবং উদ্দীপনা—এই চার বস্তু যোগ করেদিলেন।

১৯৬০ সালে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে রান করেছেন ২২৭১, উইকেট নিয়েছেন ৪৬, ক্যাচ ধরেছেন প্রচুর এবং ইংলিশ ক্রিকেটে দিয়েছেন নতুন প্রাণ। "ডেক্সটারের রীতি", "ডেক্সটারের নীতি", "ডেক্সটারের ছোঁয়া" কথাগুলো ফিরছে মুখে মুখে।

ছবি তোলবার মত মানুষই বটে ডেক্সটার—মাঠে এবং মাঠের বাইরে। মালিন্য রাখেন না কোথাও, খেলায় কিংবা চলায়। তাঁর সবকিছু মার্জিত, শুদ্ধ, সুষ্ঠু এবং সুন্দর। আচার আচরণ দেখে মনে হতে পারে ড্যান্ডি, অহঙ্কারী, স্বার্থপর। ধরণধারণ দেখে গোড়ার দিকে সহযোগী খেলোয়াড়রা ঘটা করে বলতেন, 'লর্ড এডওয়ার্ড', কিন্তু সে বিদ্রূপ ও কৌতুকের বিদ্রূপটা এখন একেবারে মুছে গেছে, কৌতুকের যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তা মৃদু ও স্নিগ্ধ, তার সঙ্গে উপরন্তু যুক্ত হয়েছে শ্রদ্ধা। লোকটিকে বাইরে থেকে যা দেখায়, সে আসলে তা নয়, অত্যন্ত ভদ্র, মনোরম সঙ্গ, এক কথায় পছন্দ করবার মত মানুষ। "ধাবমান অগ্নি" ফ্রেডি ট্রুম্যান বাক সংযমের সাধনা করেছেন এমন কথা কেউ কখনো বলেননি; খনি শ্রমিকের পেশীর জোরে বল ছোঁড়বার সময়ে ইয়র্কশায়ারের উচ্চারণে অশ্রাব্য দিব্যি গালা যাঁর অভ্যাস, সেই ফ্রেডি ট্রুম্যান পর্যন্ত টেড ডেক্সটারকে কিছু সার্টিফিকেট না দিয়ে পারেননি—ডেক্সটারের ভাগ্য! ১৯৬০ সালে ওয়েস্ট

— ক্রিকেটপ্রিয় —

ইন্ডিজে প্রথম টেস্ট সম্বন্ধে ফ্রেডি বলছেন—

"ইংলন্ড প্রথম ব্যাট করল। কেন ব্যারিংটন ও টেড ডেক্সটারকে ধন্যবাদ, তাঁদের দুটি চমৎকার সেঞ্চুরীর জন্যই ইংলন্ডের পক্ষে ৪৮২ রান জোগাড় করা সম্ভব হোল। অনেকেই জানেন, এক সময়ে যে-ব্যক্তিকে আমরা 'লর্ড এডওয়ার্ড' বলে ডাকতুম তাঁর অতি [illegible] জন্য), তাঁর সম্বন্ধে আমি কিছু সন্দেহ পোষণ করতুম, কিন্তু তিনি ন্যাবা রোগ থেকে সেরে উঠার পরে ওয়েস্ট ইন্ডিজে অসাধারণ খেললেন। ওয়ালী হ্যামন্ডও বোধ হয় ব্যাক ফুটে টেডের চেয়ে জোরে মারতে পারতেন না। কভার ড্রাইভগুলি আগুনের গোলার মত মাঠ পুড়িয়ে বাউন্ডারীতে ছুটছিল। অ্যাঁ? হাঁ, লর্ড এডওয়ার্ড সত্যই বিরাট ক্রিকেটার হতে যাচ্ছেন। আমার বিশ্বাস তিনি চমৎকার অধিনায়কও হবেন।"

হ্যামন্ড? ঠিক তাই। ডেক্সটার নিজের মধ্যে হ্যামন্ডকে আর চাপা দিতে পারছেন না। ঈষৎ অপরিণত একটি হ্যামন্ড—সেই পোষাকের বাহার, সাজানো কথাবার্তা, ব্যাটিংএ মর্যাদা পূর্ণ সর্বনাশ এবং মিডিয়াম পেস বোলিং-এ নিতান্ত প্রয়োজনীয় উইকেট সংগ্রহ।

সাসেক্সের এবং ইংলন্ডের তরুণ [illegible]

ইডেন উদ্যানে আমরা অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। দক্ষিণ ইংলন্ডের সূর্যতাপে তপ্ত সাসেক্সের ক্রিকেট—তার সেই রৌদ্রালোকের সঙ্গে ভারতের অত্যুজ্জ্বল আলোককে যোগ করেছিলেন রণজিৎসিংজী, ডেক্সটার সেই মাঠেরই নতুন নায়ক। রণজি ছোট রাজ্যের অধিপতি ছিলেন; কিন্তু সম্রাট ছিলেন একটি বিরাট খেলার। ডেক্সটার কোন কাউন্টির লর্ড না হয়েও আজ একটি বিরাট খেলার লর্ড। সাসেক্সের অ্যামেচার ব্যাটিং-এর বিরাট ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার তাঁর উপরে। তিনি সাসেক্সের মাঠে ভারতীয় রণজির পরিত্যক্ত অগ্নি থেকেই কেবল উত্তাপ গ্রহণ করেননি, ভারতবর্ষ থেকে আরো একটি অগ্নি নিয়েছেন, যার মধুর প্রভায় তাঁর শয়নকক্ষ আতপ্ত, ইতিমধ্যে আমরা সকলেই জেনে গিয়েছি শ্রীযুক্ত ডেক্সটারের পত্নীর জন্মস্থান এই ভারতবর্ষে এবং বাংলার ভূতপূর্ব অধিনায়কের তিনি জামাতা। আমরা তাই আশা করব টেড ডেক্সটার যৌতুকরূপে প্রাপ্ত অগ্নির কিছু প্রত্যর্পণে শীতের ইডেনকে উদ্ভাসিত করে তুলবেন। আমরা কিছু আলো চাই, সত্যই আমরা কিছু খেলা চাই। এদেশে সে খেলায় বাধা অনেক। ভারতবর্ষের মাঠে এখন [illegible] গাইতে?

এলান ব্রাউন (কেন্ট) ডান হাতের ফাস্ট বোলার | ডেভিড স্মিথ (গ্লস্টারসায়ার) মিডিয়াম ফাস্ট বোলার | মাইক স্মিথ সহ-অধিনায়ক অক্সফোর্ড ব্লু ব্যাটসম্যান | মিলম্যান (নটস) দ্বিতীয় উইকেট কিপার ও ব্যাটসম্যান

উদ্ধৃতি ও সংলাপ

ক্রিকেট শুধু খেলার রাজাই নয়—সাহিত্যেরও উপাদান। ক্রিকেট নিয়ে কত সাহিত্য গড়ে উঠেছে এবং দেশ বিদেশের ক্রিকেট লেখক ও খেলোয়াড়রা ভারতের খেলাকে কি চোখে [illegible] কিছু কিছু আভাস এখানে দেওয়া হল:—

'...কল্পনায় ও প্রতিভায় পূর্ণ। শিথিল ও ললিত সৌন্দর্যে আবৃত ছিল ভিতরকার শক্তি, যেমন আবৃত ব্যাঘ্রে আরণ্য শ্বাপদের দেহের চিকণতা তার অগ্নিচক্ষু ও তীক্ষ্ণ দন্তের ভয়াবহতাকে।...' (১৯৩৬ সালে ইংলণ্ডে মুস্তাক আলীর খেলা সম্পর্কে)

—নেভিল কার্ডাস।

'...এ সকলই এমন একটি সহজ কমনীয়তার সঙ্গে করা হতে লাগল যে, যারা অতীতকালের রণজিৎ সিংজীর কীর্তির কিংবদন্তী এত শুনেছে তারা মনে করতে লাগল বুঝি তিনিই আবার দেহ ধরেছেন...(মুস্তাক সম্বন্ধে ইংরেজ লেখক)

'...যতক্ষণ সীমার মধ্যে ততক্ষণ মুস্তাক কুশ্রী ব্যাটসম্যান। সীমার বাইরেই তাঁর লীলার সূচনা। প্রতিভা ছাড়া সে জিনিস সম্ভব হয় না। উইকেট থেকে চার ফুট প্রমাণ জায়গার নাম পপিং ক্রীজ। গোপালের মত সুবোধ ব্যাটসম্যানেরা সেই জায়গায় কপি বুকের খোঁটা-বাঁধা অবস্থায় খেলা দেখিয়ে থাকেন। মুস্তাক বালকের নিষিদ্ধ কৌতূহল তরুণের উদ্দাম, আকাঙ্ক্ষা এবং প্রতিভার সৃষ্টিঃ প্রতিশ্রুতি নিয়ে ছিটকে ছিটকে এগিয়ে যান সেখান থেকে,— লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন চতুর্দিকে। নমনীয় সুষমায় মুস্তাক অমরনাথেরও অগ্রসর। কিন্তু সব জড়িয়ে অমরনাথ, ব্যাটিং-এ বোলিং-এ। প্রাকৃতিকতার ক্রীড়ারণ্যে সচল বনস্পতি।...'

—শঙ্করীপ্রসাদ বসু।

*

[illegible] দেখেছেন, তাঁরা খেলাটিকে মেলবোর্ন ক্রিকেট মাঠের সর্বসময়ের সর্বোত্তম খেলার অন্যতম বলে মনে করেন।...'

'অমরনাথের অধিনায়কত্বে ভারতের সঙ্গে খেলা আমার (ব্র্যাডম্যান) ক্রিকেট জীবনের আনন্দোত্তেজিত ক্ষণ।'

'...অমরনাথ নিজের দৃষ্টিশক্তি এবং স্বাভাবিক সামর্থ্যের উপর এত বেশী নির্ভর করেছিলেন যে, ব্রেক-এর উল্টো দিকে পেটানো বা এই জাতীয় আরও অসংখ্য ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করেননি এই জিনিস অজস্রবার তাঁর পতন ঘটিয়েছে।... (১৯৪৭-৪৮ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে অমরনাথের খেলা সম্পর্কে)

—স্যার ডন ব্র্যাডম্যান।

'...এই হলেন অমরনাথ, 'বিরাট' একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপে ভারতীয় ক্রিকেটে যাঁর উদয়, উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে যেতেই যাঁর আনন্দ। এমন আত্মক্ষয়ী প্রতিভা কোথায় দেখেছি। ব্যাটসম্যানরূপে হিসাবের খাতা ছিঁড়ে ফেলে মূলধন ভাঙতে তাঁর উল্লাস, বোলিং-এর সময় বিচিত্র ছন্দে 'ভ্রান্তপদে' বিভ্রান্ত করতে তাঁর সুখ, অধিনায়করূপে বিপুল কল্পনাশক্তির সঙ্গে বাস্তববোধকে অস্বীকার করায় তাঁর স্ফূর্তি, এমন মানুষ চিরকালের প্রব্লেম। ভারতীয় ক্রিকেটের সমস্যাসন্তান হলেন অমরনাথ।...'

'...রথ গড়িয়ে চলেছে, চূর্ণ হয়ে যাবে পথের যা কিছু। ঝড় উঠেছে কালবৈশাখীর, হাওয়ার মুখে উড়ছে, 'ভাঙা কুঁড়ের চাল': সংহারের সৃষ্টিরঙ্গে মেতে ওঠেন অমরনাথ, চক্রের খণ্ডন ছাড়া সে উন্মাদকে থামাবার কোনো উপায় থাকে না।...অমরনাথের ব্যাটে তখন বিপ্লবের বীণা বাজে। ঝড়ের রাতের সেই সঙ্গীত অমরনাথের বিধিদত্ত।...'

...আমরা চলে যাব কীর্তি মন্দিরের হর্ম্যতল ছেড়ে দূরে সমুদ্রে; ফেনিল সাগরের তরঙ্গদোলায় দুলছে একটি দুরন্ত বালক ওঠা-পড়াতে যা[illegible] ঘন গর্জনের সঙ্গে সফেন তরঙ্গের [illegible] ভূমির মাঝখানে [illegible] বিস্তৃত অমরনাথের জীবন।...'

—শঙ্করীপ্রসাদ বসু।

*

'...শোনা গেল, অমরনাথের সেঞ্চুরি করবার পর বোম্বাই একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছে, খেলার মাঠে কেউ তার গায় পরিয়ে দিয়েছে ফুলের মালা, কেউ দিয়েছে সোনার বাটি, কারা কারা বা টাকার তোড়া। সে একটা হৈ-হৈ-রৈ-রৈ-কাণ্ড।...'

'...নীল পাগড়ি বাঁধা লাল [illegible] ফিল্ডিং ছিল সেদিনকার দেখবার জিনিস। এমন দৌড় কখনো দেখিনি, লাল সিং ছুটছে না ছুটছে, যেন রঙিন একটা হরিণ, এমন দ্রুত অথচ লীলায়িত তার ছোটা।...' (১৯৩৩-৩৪ সালে জার্ডিনের দলের সফর সম্পর্কে)

—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

*

'ব্যাট ধরে ভীনু মানকড় যদি একটি রানও না করতেন, তাহলেও পৃথিবী একাদশে তার স্থান থাকতো ন্যাটা স্লো বোলার হিসাবে।'

—জন আর্লট।

'বলটিকে হাতে নিয়ে ভীনুর ধ্যানস্থির নেত্রপাত, বল দেবার স্বচ্ছন্দ সংক্ষিপ্ত দৌড়ের পূর্বে বক্রতা ও উচ্চতা বিষয়ে বলের উদ্দেশ্যে শেষ মুহূর্তে অব্যক্ত নির্দেশ, দু চেটোয় কোমল মর্দন, তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিপক্ষকে সম্মোহিত করে বেঁধে ফেলা ও মেরে ফেলার চেষ্টা।'

—বেরী সর্বাধিকারী।

'...সে যেন এক অত্যুজ্জ্বল তারকা, জ্যোতির্বিদদের পূর্ব পরিচিত, হঠাৎ স্বর্গীয় আলোকোচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ল অগণিত সাধারণ চক্ষুকে চমকিত ও অভিভূত করে।...' (১৯৫২ সালে লর্ডস টেস্টে মানকড়ের ১৮৪ রান সম্পর্কে)

—রবার্টসন গ্লাসগো।

আমি মনে করতে পারি না, ১৯৫২ [illegible] মানকড়ের [illegible] দেখেছি।' (১৯৫২ সালের লর্ডস টে[illegible] সম্পর্কে)

—পরলোকগত প্রবীণ আম্পায়ার ফ্রাঙ্ক চেস্টার।

'১৯০২ সালের পর এইটাই হল টেস্ট ক্রিকেটে সর্বশ্রেষ্ঠ চৌকস কীর্তি।' (ভীনু সম্পর্কে)

—আর্থার গিলিগানের বেতার ভাষণ

'আমার দেখা সব চেয়ে মাদকতাময় ইনিংস ভীনুর।'

—এলেক বেডসার।

'শীতের মাঝখানে বসে আমি যেন এখনো সেই ঝলসানো ব্যাট, ছুটন্ত বল শান্ত অহমিকাশূন্য মহান খেলোয়াড়টির আক্রমণাত্মক খেলা দেখছি, যার একমাত্র তুলনা ব্র্যাডম্যান তার শ্রেষ্ঠরূপে। আমি অনেক বড় খেলোয়াড় দেখেছি—হেডলী, ওরেল, উইকস ব্র্যাডম্যান, ম্যাককেব, মিলার চ্যাপম্যান হেনড্রেন, হ্যামণ্ড, লেল্যাণ্ড; কিন্তু পেছনের দিকে তাকিয়ে একজনের একটি ইনিংসও স্মরণ করতে পারছি না, যা মানকড়ের অবিস্মরণীয় ইনিংসকে অতিক্রম করতে পেরেছে'।

—ক্রিকেট সমালোচক চার্লস ব্রে।

*

'...ফাস্ট বোলার হতে চাইছ অমন ফুটফুটে চেহারা নিয়ে? তা চেহারা অবশ্য ভগবানের দেওয়া, তাতে মানুষের হাত নেই। কিন্তু মেজাজ? রক্তজল করা বল ছুঁড়বে, অথচ আম্পায়ারকে ডাকবে অমন মিষ্টি গলায়? অস্ট্রেলিয়ান চেঁচানি তো শুনে এসেছ, তবু গলার মধু নষ্ট করতে পারলে না।

—(ফারদারকে) জর্জ ডাকওয়ার্থ।

*

'মার্চেন্ট ভারতের ইংরেজ' (১৯৬০ সালে মার্চেন্টের খেলা সম্পর্কে)

—নেভিল কার্ডাস।

'...এই ইনিংস আঙ্গিক ও মেজাজগত সামর্থ্যের মিশ্রণে অসাধারণ, সর্বপ্রকার মারের দ্বারা সুসমৃদ্ধ। হবস ও হেনড্রেনের মত (আর বেশী কেউ নন) সর্বশ্রেণীর বোলারের বিরোধিতা করবার অধিকারী তিনি। প্রাচ্যের শিথিল সৌন্দর্যের অভাব থাকলেও তাঁর মারগুলিতে অদ্ভুত সুকুমারতা আছে এবং তিনি তাঁর ড্রাইভের মধ্যে যে জোরটুকু সংযোগ করে দেন, তা তাঁর সহযোগীরা অনুকরণ করলে ভাল করবেন।...' (১৯৪৬ [illegible] বিলেতী সংবাদপত্র)

'মাঠের মধ্যে ইডেন গার্ডেন, মারের মধ্যে লেটকাট।'

—বিজয় মার্চেন্ট।

'...আমি হাজারের নির্ভরশীলতা এবং নির্ভুল মারের শক্তিতে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলাম। হাজারের প্রধান দুর্বলতা হল আক্রমণাত্মক মনোভাবের অভাব, যার জন্য তিনি ঝাঁপিয়ে পড়ে বিপক্ষের বোলিংকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারেননি।'

—স্যার ডন ব্র্যাডম্যান

'...দিনের পর দিন দেখেছি বিষাক্ততম বোলিং-এর বিরুদ্ধে তার অবিচলিত নিপুণতা। আহত সর্পের মত বলগুলো ফণা বাড়িয়ে ছোবল দিতে চাইছে উইকেটে, আর অদ্ভুত সহজ কৌশলে পা এবং হাত বাড়িয়ে ফণার মুখে হাজারে পেতে দিচ্ছেন ব্যাটের ব্লেডটিকে। বিষের 'লাল' দাগ ফুটে উঠছে ব্যাটের কাষ্ঠদেহে, কিন্তু উইকেট অক্ষত। হাজারের খেলা দেখে কতবার মনে হয়েছে কি আশ্চর্য যোদ্ধা, তরবারি ফেলে দিয়ে যেন শুধু ঢাল নিয়ে বিপক্ষের তরবারির আঘাত প্রতিহত করার কৌতুককর খেলায় মত্ত।'

'সেই নিরহংকার নিভৃতস্বভাব লাজুক মানুষটি? প্রধান ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে সহনশীল গোপনস্বভাব মানুষ তিনি। ক্রিকেট পৃথিবীতে মহৈশ্বর্যে নম্র এবং সম্পদে ভীত এক শান্ত মহিমার নাম বিজয় হাজারে।'

—শঙ্করী বসু।

*

'...ভারতীয়দের হল কি। তারা রণজি দলীপ ছেড়ে হাটন-বেইলীকে আদর্শ করল! দলীপ কব্জির মোচড়ে বল পাঠাতেন বাউণ্ডারীতে আর পাতৌদি?—জোর বলের বিরুদ্ধে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ...এবং মুস্তাক? 'কাট' ও 'গ্লান্সের রাজা' দিল্লির সেরা।...'

—লিয়ারী কনস্টানটাইন।

*

...শত রান করার চেয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে শীতের রাত কাটানো দর্শকদের কম কৃতিত্ব নয়। কিন্তু এ কৃতিত্বের রেকর্ড ক্রিকেট ইতিহাসে লেখা থাকবে না।

'...আমি পড়েছি কালো ফলকের মত স্কোর বোর্ড। দেখেছি এক একজনের নাম আঁকা হতে আর মুছে যেতে। এক একজন আউট হন সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য দুইটি হাত এগিয়ে আসে, নামের বোর্ড কাত হয়ে পড়ে—বিসর্জনের প্রতিমাকে গঙ্গার ঘাটে কাত হতে দেখেছেন?—ঠিক তেমনি।'

'...আমি আরও একরকম ঝিরঝিরে বৃষ্টি দেখেছি। শেষ দিনে বাঁধানো স্টেডিয়ামের সারিতে 'টাক' দেখা গেছে, কিন্তু প্রথম দিন ভীড় উপচে যখন মাঠে ভেঙে পড়ল, দেখেছিলেন? লাঠি হাতে পুলিসের খবরদারি—সেও ঝিরঝিরে এক পশলার মত। শিহরণটা খুব সুখকর হয়নি, লাঠির ছোঁয়া আর সোনার কাঠির জাত যে একেবারে আলাদা।...

...আমার সামনের সারিতে সুকেশা ভদ্রমহিলাকে আপনি হয়তো দেখেননি। দেখলে কথাটা বুঝতেন। লাঞ্চের আগে মেরুন রঙের সাড়ি, লাঞ্চের পরে টকটকে লাল। চা-পানের পর দেখলুম, আবার অন্য রঙ, খোপার ধরনও আলাদা। পাশের ভদ্রলোক ফিসফিস করে আমাকে বললেন, 'বোলিং রেঞ্জের রকমটা দেখলেন?' কতজন ঘায়েল হয়েছিল জানিনে।...' (ইডেন উদ্যানে ১৯৬০-৬১ সালের পাক-ভারত টেস্ট সম্পর্কে সম্পাদকের কাছে চিঠি)

—সন্তোষকুমার ঘোষ।

*

'...ইডেন গার্ডেনকে দেখেছি নতুন চেহারায় এবং দাঁড়িয়েছে বাস্তবের মুখোমুখি। হাতে আছে এক ভাঁড় ধূমায়িত চা, মাথায় অকাল বর্ষার মেদুর আকাশ এবং সম্মুখে ভাগ্যের সঙ্গে মধুর ছলনার খেলা।...'

'...পাকিস্তান নামলো দুটো একচল্লিশ মিনিটে। তাদের সম্মুখে জয়লাভের আশা, তখন ঈদের দুর্লভ ক্ষীণ চাঁদের মত পশ্চিম গগনে দেখা দিতে চাইছে।...' (১৯৬০-৬১ সালে ইডেন উদ্যানে পাক-ভারত টেস্ট সম্পর্কে)

—অমিতাভ চৌধুরী।

*

সংলাপ

ছোট মেয়ে—মা লেগ গ্লান্স কাকে বলে?

মা—তোমার সে কথা জেনে কাজ নেই।

মেয়ে—আর লেগ পুল?

মা—থাম্—বড় হয়ে জানবে।

*

(এক মাথার তিন বাচ্চার মাকে গ্যালারীতে বসে মিত্তিরদা)

প্রশ্ন—এরা কারা?

চকিত উত্তর—আমার হ্যাটট্রিক।

—শঙ্করী বসু।

হাউজ দ্যাটের উত্তর

[১] 'আউট'। (ব্যাট সীমারেখায় পৌঁছে গেলেও মাটি স্পর্শ করেনি)

[২] নট আউট। (রান আউট বা স্টাম্পিংয়ের সময় উইকেট রক্ষকের হাতে বল থাকা চাই। হাতে বল নেই, সুতরাং নট আউট)

[৩] এক নম্বর নট আউট। (বলের গতি স্টাম্পের বাইরে)

দুই নম্বর ও তিন নম্বর আউট। (বলের গতি স্টাম্পের মধ্যে, বলও স্টাম্পের উচ্চতা অতিক্রম করেনি, স্ট্যাম্পের উপর দিয়ে বল গেলে আউট নয়)

চার নম্বর আউট। (লেগ ব্রেক বলের 'পিচ' ও গতি স্টাম্পের মধ্যে কিন্তু পিচ ভেতরে থাকা সত্ত্বেও লেগ ব্রেক বলের গতি অফ স্টাম্পের বাইরে থাকলে আউট নয়)

পাঁচ নম্বর নট আউট। (লেগ ব্রেক বলের 'পিচ' স্টাম্পের বাইরে থাকলে আউট নয়)

[৪] 'আউট'। (পা ক্রিজের বাইরে চলে গেছে, উইকেটকিপার স্টাম্প ভেঙে দিয়েছেন, হাতে রয়েছে বল)

[৫] ঠিক। (হাত মাটিতে কিন্তু বল হাতের উপরে, বল মাটি স্পর্শ করলে 'ক্যাচ' আইনসিদ্ধ নয়)

[৬] নট আউট। (এক হাতে বল ধরে অপর হাতে উইকেট ভাঙলে আউট নয়, এক হাতেই হোক কিম্বা দু হাতেই হোক বলশুদ্ধ উইকেট ভাঙতে হবে)

[৭] উপরে ও নীচে বাঁ দিকের দুটি বোলিং আইনসিদ্ধ; ডানদিকের দুটি 'নো বল'।

[৯] 'আউট'। (বল হাতে আছে বেল স্থানচ্যুত হয়েছে, স্টাম্পও হেলিয়ে দেওয়া হয়েছে)

[১০] [illegible]দিকের আবেদনে।

[১১] হিট উইকেট আউট। (পায়ে লেগে 'বেল' বা উইকেট পড়ে গেলে, কিম্বা দ্বিতীয়বার বল আটকাবার চেষ্টায় ব্যাটে কিম্বা শরীরের কোন অংশে লেগে অথবা ক্যাপ বা হ্যাট পড়ে উইকেট ভেঙে গেলে আউট)

প্রথম পরিচয়ের রোমান্স

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

প্রথম পরিচয়ের রোমান্স। মুমূর্ষু বৃদ্ধের চোখেও আলো জ্বালায় সে এমন জিনিস। কাব্য, সাহিত্য এবং জীবনের পরম সম্পদ সেই 'শুভদৃষ্টির' পুলকের কথা জানিয়েছিলেন আমাকে জনৈক ক্রিকেটার।—ভায়া, সম্প্রদানের সময়ে তোমার বৌদির হাত ধরেও তত কাঁপিনি আর ঘামিনি যেমন হয়েছিল প্রথম ম্যাচের সময়ে ব্যাটের হাতল ধরে। রবিশংকরের সেতার ধরা হাতে যে শিহরণ নেই, তা নাকি আমার ব্যাট-ধরা হাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে গিয়েছিল এবং আমার প্যাড-পরা থরোথরো পা থেকে নাকি নাচের নতুন ছন্দ তুলে নিতে পারতেন নৃত্যশিল্পী গোপীকৃষ্ণ!

আমার সেই ক্রিকেটার দাদা এমন কোনো বড়ো ক্রিকেটার নন, যাঁর হাত-পায়ের কথা শুনতে আগ্রহী হতে পারেন পাঠক-পাঠিকা। বর্তমান প্রসঙ্গে আমি তাঁদের কথাই আনব যাঁদের করলিপি ও পদসংগীতে সমৃদ্ধ হয়েছে ক্রিকেট-সাহিত্য।

হ্যামন্ডের কথাই ধরা যাক।

ওয়াল্টার হ্যামন্ড হবসের পরে ও হাটনের আগে ইংলন্ডের সেরা ব্যাটসম্যান। হবস, হ্যামন্ড ও হাটন—এই তিন 'হ'-এর মহাপ্রাণ বর্ণের নির্ঘোষে ইংলন্ডের ক্রিকেট মাঠ মন্দ্রিত। তিনজনই ক্ল্যাসিক্যাল, সুমহিম, সুসম্পূর্ণ। তার মধ্যে হবস অধিকতর নিখুঁত, হ্যামন্ড আভিজাত্যে অগ্রণী এবং লেন হাটন প্রতিজ্ঞায় সর্বাধিক কঠোর।

হ্যামন্ডের যুগ—১৯২৮-২৯। ইংলন্ড গিয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়। নিউ সাউথ ওয়েলসের সঙ্গে ইংলন্ডের খেলা। প্রথম ইনিংসে ইংলন্ডের টোটাল আকাশ ছুঁছুঁ—৭ উইকেটে ৭৩৪। চতুর্থ উইকেটে প্যাটসি হেনড্রেন ও হ্যামন্ডের জুটিতে হোল ৩৩৩ রান—প্যাটসির ১৬৭ ও হ্যামন্ডের ২২৫।

হেনড্রেন ও হ্যামন্ড ব্যাট করছেন—অসীমকালের পটভূমিকায় সেই সৃষ্টি-কার্য—ইচ্ছামৃত্যু ছাড়া এই জুটির মরণের আর উপায় নেই; এমন সময়ে পরবর্তী [illegible]

"তখন বলটি রোগা খাটো চেহারার একটি ছোকরার হাতে তুলে দেওয়া হোল—তার মুখ গম্ভীর ও নার্ভাস। ছেলেটিকে আমি আগে দেখিনি বা তার নামও শুনিনি। ১৯ বছরের মত তার বয়স এবং মনে রাখবার মত এমন কিছু চেহারা নয়।"

"তার বোলিংও এমন কিছু নয়—সাদামাঠা। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার নিরীহ রূপের তলায় যেহেতু সব সময়েই একটি ছোবল থাকতে পারে, সেই কথা ভেবে প্যাটসি ও আমি তিন ওভার বাড়াবাড়ি

লেন হাটন

কিছু করলুম না। মনে হয়, ঐ তিন ওভারে দশ বারো রানের মত করেছিলুম দুজনে। তারপর প্যাটসি আমার দিকে চেয়ে মুখ বাঁকিয়ে হাসলেন—আমি বুঝলুম আনাড়িটি এবার মরবে। পরের ওভারের প্রথম বল সোজা বাউন্ডারীতে, তার পরেরটি প্যাটসি যদিও মাটিতে ঠুকে দিলেন, কিন্তু তার পরবর্তী দুটো বল উড়ে গিয়ে পড়ল লেডিজ স্ট্যান্ডে—ওভার বাউন্ডারী। তার পরেরটাকেও প্যাটসি একইভাবে পেটালেন। কিন্তু কোথায় কি একটা গোলমাল হয়ে গেল, বলটি সোজা উঠে পড়ল এবং ক্যাম্পবেল সহজ ক্যাচ ধরলেন। প্রবল হর্ষধ্বনির মধ্যে প্যাটসি বিদায় নিলেন, লেল্যান্ড এলেন এবং শেষ বলটি ব্লক করলেন।"

"তরুণ বোলারের পরবর্তী ওভারে আমি তার সম্মুখীন হলুম। আমি প্যাটসির শোধ তুলতে চাইলুম এবং সেই ওভারে ২৪ রান করলুম যার ফলে তাকে সরিয়ে দেওয়া হলো মিডঅফে ফিল্ডিং করতে। কেলেওয়ে অপর প্রান্তে বল করছিলেন। তার একটা বল মিডঅফে সজোরে মেরে লেল্যান্ড রানের ডাক দিলেন। আমি এগিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু পৌঁছবার আগেই মিডঅফের সেই ছোকরাটি ধাঁ করে বলটি কুড়িয়ে নিয়েই একেবারে বিদ্যুতের মত ছুঁড়ে দিল এবং বার্ট ওল্ড ফিল্ড, যিনি কোনো কিছুই ভুল করেন না, স্বচ্ছন্দে বেল তুলে নিলেন। আমি একেবারে স্তম্ভিত।"

"প্যাভিলিয়নে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলাম—ছেলেটি কে? কে এই ছেলেটি যে নিজের পাঁচ ওভার বলে ৫৫ রান দিয়েছে অথচ যখন আমি এবং প্যাটসি এমনভাবে খেলছি যে মনে হচ্ছিল, ট্যুরের বাকি সময়টা অক্লেশে খেলে যেতে পারি—সেই সময়ে ফিরিয়ে দিল আমাদের দুজনকেই? আমি তাকে চিনে রাখতে চাইলুম।

"ছেলেটির নাম ডন ব্রাডম্যান।"

হতভাগ্য লেন হাটন সিনেমা হল থেকে উঠে এলেন যন্ত্রণায়। এখানেও শান্তি নেই।

পাডসির ১৮।১৯ বছরের এক ছোকরা, লিওনার্ড হাটনকে টেস্ট খেলতে ডাকা হয়েছিল নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৯৩৭ সালে। লেনের জীবনের প্রথম টেস্ট। জীবনের প্রথম টেস্ট পরীক্ষার কথা স্যার লিওনার্ড এইভাবে লিখে জানিয়েছেন—

"নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচের পূর্বে আমার শেষ কাউন্টি খেলা হয়েছিল হাল-এ, যার পরে আমি অবশিষ্ট ইংলন্ড দলের সঙ্গে মিলিত [illegible] পারলুম না। ক্রিকেট ব্যাগ নিয়ে [illegible] দিকে যাওয়ার সময়েও একই উদ্বেগ আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখল। 'ডবলিউ জি গ্রেস গেটের' সামনে ট্যাক্সি ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ ভয়ে মন শিউরে শিউরে উঠতে লাগল। আমি দৌড়ে পালাতে চাইলুম। আকাশ-পাতাল ভাবনায় ডুবে রইলুম। এখানে আসা কি আমার উচিত হয়েছে?"

"কী যে তুচ্ছ লাগল নিজেকে! ঐ যে সম্ভ্রান্ত লোকগুলি মহার্ঘ পোষাকে সজ্জিতা মহিলাবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে এই পথে আসছে, আমাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছে, বহু ক্ষেত্রে গেটকীপার গেটে যাঁদের নমস্কার জানাচ্ছে পরিচিত ভঙ্গিতে—তাঁদের তুলনায় আমি কী সামান্য! আমার জন্য গেটকীপারের কাছ থেকে কোনো পরিচয়ের ইঙ্গিত নয়—তার পরিবর্তে ভ্রূভঙ্গি,—যার বক্তব্য হোল—এ কিম্ভূতকিমাকারটা আবার কে? গেটকীপার শুধু যদি আমার মনের অবস্থার কথা জানত—যদি জানত আমি কি রকম নার্ভাস হয়ে পড়েছি—তাহলে হয়ত দু'একটা উৎসাহের কথা শোনাতো, কে জানে!"

"এর আগে লর্ডসে কাউন্টির পেশাদার খেলোয়াড়দের ড্রেসিং রুম ব্যবহার করেছি। সেখানে হাজির হলে আমাকে জানানো হোল, এটা টেস্ট ম্যাচ, সুতরাং আমাকে উপরতলায় অ্যামেচারদের ড্রেসিং রুম ব্যবহার করতে হবে।"

"তার মানে সব কিছু আলাদা—রক্ষণাবেক্ষণের বেয়ারাটি পর্যন্ত। অনুভব করতে লাগলুম, একেবারে অথৈ জলে আমি, সব গুলিয়ে যেতে লাগল...।"

হাটন তাঁর প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে [illegible] করলেন। দুঃখী ছোকরাটি দুঃখ জুড়োতে চাইল একান্তে। লেন চলে গেলেন একলা সিনেমায়। অন্ধকারে আসন নিয়ে নিজের ব্যর্থতার কথা ভাবছেন—ক্রমে সিনেমা ঘরের আরামে দেহমনে স্বস্তি আসছে—এমন সময়ে পর্দায় ছবি ফুটে উঠল। নিউজ রীল দেখানো হচ্ছে—ইংলন্ড ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে যে খেলা হচ্ছে তারই ছবি। পর্দায় ফুটে উঠল—নবাগত লেন হাটন মাথা নামিয়ে চলে যাচ্ছেন গোল্লা করে।

হাটন বলেছেন—"আমি উঠে পড়লুম—বেরিয়ে এলুম।"

লন্ডনের এক ডিনার সভার মাঝখানে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন সি বি ফ্রাই। হাতের গ্লাস উঁচু করে বললেন, ভদ্রমহোদয়গণ, আসুন গ্লাসে গ্লাস ঠেকাই, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানের সম্মানে উৎসর্গ করা হোক আমাদের আহার্য। আপনারা ভিক্টর ট্রাম্পারের স্বাস্থ্য পান

'এই ছেলেটিই ব্রাডম্যান'

করুন—যিনি প্রথম নেমেছিলেন, গিয়েছিলেন সর্বশেষে—খেলেছিলেন কল্পনাতীত খারাপ [illegible]চে এবং তাও হার্স্ট ও রো[illegible]ধে!

ভোজসভা [illegible] নীরব হয়ে গেল। কথাগুলো [illegible]ভীরভাবে সত্য, স্তব্ধ হয়ে [illegible]ল সকলে।

লন্ডনের [illegible]জসভায় রণজিৎ সহযোগী [illegible]স বি ফ্রাই স্মরণ করেছিলেন [illegible]লের মেলবোর্ণের একটি খেলাকে। [illegible]বার্ণের ভিজে পিচ পৃথিবীতে অ[illegible] অদ্বিতীয়, আর হার্স্ট ও রোডস [illegible]কালের সেরা ন্যাটা ধীর বোলারদের [illegible]। ভিজে মাঠে হার্স্ট ও রোডসের [illegible]ঙ্গে সাক্ষাৎ হোল গুহার মধ্যে বা[illegible]গ সাক্ষাৎ। ঐ খেলায় ট্রাম্পার [illegible]ছিলেন, শেষে গিয়েছিলেন, [illegible] করেছিলেন মাত্র ৭৪, গোটা [illegible]রছিল মোট ১২২। অন্যান্য[illegible]কিন্সের ১৮, ডাফের ১০ [illegible], সিড গ্রেগরী, ট্রাম্বল ও আর্ম[illegible]দের মধ্যে কাড়াকাড়ি করে ৯।

এই ট্রাম্প[illegible]ম্পার মারা যাবার পরে বলা হয়েছিল [illegible]লের পাখা থেমে গেছে, এখন কা[illegible] চিলের কাল; বলা হয়েছিল—[illegible] মাঠে মাঠে এত সম্পদ [illegible] গেছেন ট্রাম্পার যে, ইংলিশ ক্রি[illegible] ভূত-দেহের কাছেও ঋণী, সে[illegible]র সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের এক [illegible] বিবরণ লিখেছেন আর্থার মেইলী।

মেইলী কে [illegible] ব্রাডম্যান বলেছেন, তাঁর পঁচিশ বছরের ক্রীড়া-জীবনে তিনি যে সমস্ত ধী[illegible] বোলার দেখেছেন, মেইলী ও গ্রিমেট তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম। [illegible] গ্রিমেটের ছিল অভ্রান্ততা, মেইলীর বি[illegible]। গ্রিমেট উইকেটকে যত ভালবাসতেন, মেডেনকে তার কম নয়। [illegible] মেইলী ভাবতেন দূর ছাই মেডেন—ব্যাটসম্যান হাত খুলুক—হাত খুললেই ব্যাটকে নিকেশ করে দেব। [illegible] মেইলীর ফুলটস বল ব্যাটের উপর গিয়ে পড়ত, ব্যাটসম্যান পরমানন্দে রান বাড়িয়ে নিত। হায়, তার সেই বুদ্ধি, [illegible] মতে, রোম্যা[illegible] হবার আগে [illegible]। মেইলীর [illegible]

যেখানে দিবালোকে ডাকাতি, গ্রিমেট সেখানে রবারের জুতো পরে চোরালুণ্ঠন নিয়ে চুপি চুপি এগিয়ে যান।' ক্রিকেট মহলে সুপরিচিত একটি কথা—গুগলীর বর্ষণে গ্রিমেট কৃপণের শিরোমণি, মেইলী হলেন গৌরী সেন।

সেই স্পিনকুটিল মেইলী তাঁর কল্পনার রাজপুত্র ভিক্টর ট্রাম্পারের বিরুদ্ধে খেলতে যাচ্ছেন—তারই কথা আমরা বলতে যাচ্ছি। বলতে যাচ্ছি ছোকরা ক্রিকেটারটি কিভাবে রোমাঞ্চিত হয়েছিল, উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছিল হঠাৎ সৌভাগ্যে, বিভ্রান্ত হয়েছিল নানা চিন্তার কানাকানিতে, তারই ইতিহাস। এমন হবারই কথা, কারণ নতুন ক্রিকেট খেলতে যাচ্ছে যে ছোকরা, তার কাছে ট্রাম্পার ক্রিকেটের অবতারবরিষ্ঠায়। ট্রাম্পারের খেলা দেখবার সৌভাগ্য হয়নি ছোকরাটির এ পর্যন্ত, কিন্তু চেহারা দেখবার সুযোগ ঘটেছে; ঠিকভাবে বলতে গেলে সুযোগ ঘটিয়ে নিয়েছে ছেলেটি। ট্রাম্পার ট্রামে যাচ্ছিলেন, তাঁকে ভালো করে দেখবার, তাঁর পাশে বসবার, একবার গায়ে গা ঠেকিয়ে নেবার বাসনা নিয়ে ছেলেটি সেই ট্রামে উঠে বসেছিল—তিন স্টপ একসঙ্গে পাশাপাশি গিয়েছিলও, কিন্তু হায়, সে স্বর্গসুখের তার পরেই ইতি, কারণ পকেটে পয়সা নেই এবং বেরসিক কন্ডাক্টার এগিয়ে আসছে টিকেট কাটাবার জন্য।

ছেলেটি সিডনির ফার্স্ট গ্রেডে উঠল। হঠাৎ তার কাছে সংবাদ এল—আগামীকাল স্বয়ং শ্রীভগবান তোমার সঙ্গে দেখা করবেন।

কথাটা ঠিক ঐভাবে সত্য নয় [illegible] খেলতে যাচ্ছে। [illegible] প্যাডিংটনে খেলেন—ভি-ক্ট-র ট্রা-ম্পা-র।

অতএব—ছেলেটির তোলপাড় করা মনের ভাষাচিত্র এই,—

"অবিশ্বাস্য, অসম্ভব, কল্পনাতীত। হতে পারে না। একটা কিছু গোলমাল হবেই, অবশ্যম্ভাবী। যুদ্ধ—ভূমিকম্প—কিংবা ট্রাম্পার হয়ত অসুখে পড়লেন।

ম্যাচ আরম্ভ হতে যে দু' তিনদিন বাকি আছে, তার মধ্যে হাজার কাণ্ড ঘটে যেতে পারে।

কথাটা আর্থারের বাবার কানেও উঠল!—ট্রাম্পারের বিরুদ্ধে খেলতে যাচ্ছ, বটে, সুস্থ সমর্থ হয়ে বাড়ী ফিরো বাছা!

সান্ত্বনা দিয়ে মা বললেন, ও কি কথা? ও শেষ পর্যন্ত কি করে ফেলতে পারে তা কি তুমি জানো?

সেই মহাশনিবারে আকাশ নির্মেঘ নির্মল। তবু ছেলেটির বিশ্বাস হোল না—না জানি কখন মেঘ ঘনায়!

মাঠে হাজির হয়ে ক্যাপ্টেনকে মেইলী হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলেন,—তিনি কি এসেছেন?

তিনিটা কে? প্রতিপ্রশ্ন হোলো।

ঘৃণায় হতাশায় কটমট করে তাকালেন মেইলী। মনে মনে বিষাক্তভাবে বললেন,—জান না বুদ্ধু, জুলিয়াস সীজার!

প্যাডিংটন টসে জিতে ব্যাটিং নিল। মেইলীর ক্যাপ্টেন হ্যারি গডার্ড বললেন, তোমাকে এখন সরিয়ে রাখি ভিক্টরের কাছ থেকে, নচেৎ সে ঠেঙিয়ে তোমাকে গ্রেড ক্রিকেট থেকে দূর করে দেবে।

কথাটা ঠিক, কিন্তু—ট্রাম্পার মাঠে নেমে পড়েছেন। ক্রীম রঙের চমৎকার ফ্লানেলে ঢাকা একটি সুন্দর শরীর প্যাভিলিয়ন থেকে ছন্দোময় পদবিক্ষেপে এগিয়ে এসে উইকেটের সামনে দাঁড়িয়েছে, কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে পিচ দেখে নিচ্ছে, আবার পেছিয়েছে, ঝুঁকেছে, গার্ড নিয়েছে এবং কাঁধে একবার ঝাঁকানি দিয়ে স্ট্যান্স নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে বিনাশের সৃষ্টির জন্য।

কথাটা ক্যাপ্টেন ঠিকই বলেছে, কিন্তু মেইলী ভাবতে লাগলেন,—

"এই গুরু ব্যাটসম্যানের কাছ থেকে শাস্তির ভয় আমার হচ্ছিল না। আমার মন জুড়ে শুধু একটি বাসনা—আমি বল দেব তাঁকে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছোকরারা কি হেনরী আরভিং-এর সঙ্গে একই মঞ্চে অভিনয় [illegible] গাইতে? নেপোলিয়ানের সঙ্গে লড়তে বা কলম্বাসের সঙ্গে এক জাহাজে সমুদ্রে ভাসতে কি তাদের ইচ্ছা হয়নি? আমি জয় চাইনি, কিন্তু আমার হীরোর সঙ্গে সমক্ষেত্রে যেন আমার সাক্ষাৎ হয়।"

পতঙ্গের বহ্নিপিপাসা সহজেই অনুকূল পরিবেশ পায়। মেইলীর অধিনায়ক ভাবলেন, ছেলেটিকে ঝুলিয়ে

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

॥ বলের রকমফের ও মারের নিশানা ॥

'আউট সুইংগার' গ্রিপ। বলের সেলাইটি প্রথম অথবা দ্বিতীয় স্লিপের দিকে নিশানা করা। বোলারের হাত থেকে বলটা বেরুবার মুখে ব্যাটসম্যান যেভাবে দেখতে পান।

'ইন সুইংগার' গ্রিপ। বলের সেলাইটি ফাইন লেগের দিকে নিশানা করা। দুটো আঙ্গুল কাছাকাছি এবং অন সাইডের দিকে বেশী বাঁকানো।

বলের রকমফের

'শর্ট পিচ' বা 'লং হপ'—যে বল ব্যাটসম্যানের কাছ থেকে অনেক দূরে পিচ খায় তাকে বলে 'শর্ট পিচ' বা লং হপ'।

'হাফ ভলি'—যে বল ব্যাটসম্যানের প্রায় পায়ের কাছে পিচ খায় তাকে বলে 'হাফ ভলি'।

'গুড লেংথ'—উপরের দু'রকমের বলের মাঝামাঝি যে বল ব্যাটসম্যান থেকে খুব দূরেও নয়—আবার খুব কাছেও নয়—এমন যায়গায় পিচ খায় তাকে বলে 'গুড লেংথ' বল।

ইয়র্কার—যে বল ব্যাটের মাথা ও মাটির সংযোগস্থানের মুখে এসে পড়ে তাকে বলে 'ইয়র্কার।'

'ফুল টস'—মাটিতে না পড়ে যে বল উইকেট লক্ষ্য করে উপরের দিক দিয়ে আসে।

'স্ট্রেট বল'—যে বল ডাইনে বা বাঁয়ে না বেঁকে সোজা আসে।

'অফ ব্রেক'—যে বল অফের দিকে পিচ খেয়ে ব্যাটসম্যানের পায়ের দিকে বাঁকে।

'লেগ ব্রেক'—যে বল লেগের দিকে পিচ খেয়ে অফের দিকে বাঁক নেয়।

'ইন সুইং'—বোলারের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে যে বল পিচ খাবার আগে শূন্যে ধনুকের মত বেঁকে অফ থেকে লেগের দিকে যায়।

'আউট সুইং'—একই ধরনের যে বল লেগের দিক থেকে অফের দিকে বাঁক নেয়।

'টপ স্পিন'—পিচ পড়বার পর অনেকটা লাট্টুর মত ঘুরতে ঘুরতে যে বল সোজা উইকেটের দিকে যায়।

বাম্পার—জোরের শর্ট পিচ বল লাফিয়ে বুকের কাছে বা মাথার কাছে আসে।

বিভিন্ন রকমের মার

ড্রাইভ—জোরে পিটিয়ে খেলার সব-চেয়ে নিরাপদ ও চলতি মার হলো ড্রাইভ। ড্রাইভ চার রকমের—(১) অফ ড্রাইভ, (২) স্ট্রেট ড্রাইভ, (৩) অন ড্রাইভ ও (৪) কভার ড্রাইভ। চার রকমের ড্রাইভের মারের কায়দা প্রায় একই। বলটা [illegible] কোন দিকে পাঠানো হয় তা দিয়েই [illegible] বিভিন্ন নাম হয়। ব্যাটসম্যানের [illegible] বলটা যখন মিড-অফের ডান [illegible] বা বাঁ পাশ দিয়ে বাউন্ডারীর দিকে [illegible], তখন বলে অফ ড্রাইভ। স্ট্রেট ড্রাইভ [illegible] বলা যায় বোলারের কাছ দিয়ে। [illegible] ড্রাইভে মিড-অনের এলাকা দিয়ে, আর কভার ড্রাইভে বলটা কভার পয়েন্ট বা [illegible] কভারের দিক দিয়ে যায়।

পুল ও হুক—পুল ও হুকের তফাৎ খুব সামান্যই। সাধারণত ফাস্ট বা মিডিয়াম ফাস্ট [illegible] করা হয় হুক। আর পুলের পক্ষে সুবিধাজনক হলো স্লো বল। দুটোই ক্রসব্যাটের মার অনের দিকে। শর্ট পিচ বা লংহপ বল লাফিয়ে সোজা ব্যাটসম্যান বা উইকেটের দিকে এলে তাকে করা হয় হুক। পুল করা হয় অফস্টাম্পের একটু বাইরে দিয়ে হাফভলি বা গুড লেংথের যে বল এসে লাফিয়ে ওঠে।

স্কোয়ার কাট—বলটা লাফিয়ে পপিং ক্রীজের ঠিক উপরে অথবা আর একটু ভিতরে 'ব্লকের' সঙ্গে এক লাইনে আছে, ঠিক এমন সময়ে যদি কাট করা হয় তবে তাকে বলে "স্কোয়ার কাট"। কাট শব্দের অর্থ কাটা। এ মারের মধ্যেও তার আভাস আছে। এ মারে বল পয়েন্টের পা[illegible] দিয়ে বাউন্ডারীতে যায়।

'লেট ক[illegible] [illegible] কাট আর লেট কাটের মারের [illegible] তফাৎ হোল লেট কাটের [illegible] বলটাকে পপিং ক্রীজের [illegible] ব্লকের লাইনে থাকতে না মেরে [illegible] কিছু পরে, অর্থাৎ বলটা যখন [illegible] উইকেটের লাইনে পৌঁছেছে, তখন মারতে হয়। ঠিক কিন্তু কাটার কায়দাতে ব্যাট চালিয়ে। লেট মানেই দেরী। দেরীতে কাট করাই 'লেট কাট'। লেট কাট মারে বলটা স্লিপ বা গালীর মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে যায়। লেট কাট ওস্তাদ খেলোয়াড়ের মার। দর্শক-চোখের তৃপ্তিদায়ক মার।

লেগ গ্ল্যান্স—যে বল লেগ স্টাম্পের সামান্য একটুখানি বাইরে পিচ খায় অথচ যে বলে অন ড্রাইভ করা যায় না, সেই বলকে আস্তে একপাশে একটুখানি ছুঁয়ে দেওয়া হল লেগ গ্ল্যান্স। বোলারের হাত থেকে ছাড়া পাবার পর বলটা যে লাইনে আসে ব্যাটের ছোঁয়া লেগে তার চাইতে একটু বেঁকে যায়।

'লেগব্রেক' বল ধরার গ্রিপ। বোলারের হাত থেকে বল বেরুবার মুখে ব্যাটসম্যান যেভাবে দেখতে পান।

'অফব্রেক' বল ধরার গ্রিপ। বল ছোঁড়ার ঠিক আগে ব্যাটসম্যান যেভাবে দেখতে পান।

ভারতের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানদের সেঞ্চুরী

১৯৩২-এর লর্ডস মাঠ থেকে আরম্ভ করে ১৯৬১-র 'ফিরোজ শাহ কোটলা' পর্যন্ত ভারত ও ইংলণ্ডের ২৭টি টেস্ট খেলায় ইংলণ্ডের ১৬ জন ব্যাটসম্যানের ২১টি টেস্ট সেঞ্চুরীর মধ্যে একটি 'ডবল সেঞ্চুরী' সমেত ওয়ালী হ্যামণ্ড করেছেন দু'টি সেঞ্চুরী, লেন হাটন ও জিওফ পুলার দু'টি করে। আর কেন ব্যারিংটন এবার তিনটি টেস্টেই পর পর সেঞ্চুরী করেছেন। ভারতের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের অপর ডবল সেঞ্চুরীর অধিকারী জো হার্ডস্টাফ।

বি এইচ ভ্যালেণ্টাইন—১৩৬ (বোম্বাই ৩৩—৩৪)।

[illegible] (মাদ্রাজ ৩৩—[illegible]

[illegible] ওভাল [illegible]

ওয়ালী [illegible] ৩৬), ১৬৭ (ম্যাঞ্চেস্টার ৩৬)।

জো হার্ডস্টাফ—২০৫* (লর্ডস)।

টি এস ওয়ার্দিংটন—১২৮ (ওভাল ৩৬)।

টম গ্রেভনি—১৭৫ (বোম্বাই ৫১—৫২)।

এলান ওয়াটকিন্স—১৩৮ (দিল্লি ৫১—৫২)।

টি ইভান্স—১০৪ (৫২)।

লেন হাটন—১৫০ (লর্ডস ৫২), ১০৪ (ম্যাঞ্চেস্টার ৫২)।

ডি শেফার্ড—১১৯ (ওভাল ৫২)

কলিন কাউড্রে—১৬০ (লীডস ৫৯)

পিটার মে—১০৬ (নটিংহাম ৫৯)।

জি পুলার—১৩১ (ম্যাঞ্চেস্টার ৫৯) —১১৯ (কানপুর—৬১)

মাইক স্মিথ—১০০ (ম্যাঞ্চেস্টার [illegible])।

[illegible] কেন ব্যারিংটন—১৫১* (বোম্বাই ৬১), ১৭২ (কানপুর ৬১),—১১৩* (দিল্লি [illegible])।

টেড ডেক্সটার—১২৬ (কানপুর ৬১)।

[* তারকা চিহ্ন নট আউটের নির্দেশসূচক]

ভারত ও ইংলণ্ডের তিনটি টেস্ট খেলার 'অ্যাভারেজ'

ভারত — ব্যাটিং

	ইনিংস	নট আউট	সর্বোচ্চ রান	মোট রান	গড়
উমরিগর	... ২	১	১৪৭ *	১৬৯	১৬৯
মঞ্জরেকার	... ৪	১	১৮৯ *	৪৩৭	১৪৫.৬৬
জয়সীমা	... ৪	০	১২৭	৩০৪	৭৬
বোরদে	... ৪	১	৬৯	১৪৭	৪৯
ডুরানী	... ৪	০	৭১	১২৬	৩১.৫
কৃপাল সিং	... ৪	২	৩৮ *	৬০	৩০
কন্ট্রাক্টর	... ৪	০	৩৯	৭৬	১৯

ইংলণ্ড — ব্যাটিং

	ইনিংস	নট আউট	সর্বোচ্চ রান	মোট রান	গড়
ব্যারিংটন	... ৫	৩	১৫১ *	৫০৯	২৫৪.৫
ডেক্সটার	... ৫	২	১২৬ *	২৮৫	৯৫
পুলার	... ৪	০	১১৯	৩৩৭	৮৪.২৫
লক	... ৩	১	৪৯	৯৪	৪৭
বারবার	... ৪	১	৬৯ *	১২৯	৩৭
রিচার্ডসন	... ৫	০	৭১	[illegible]	[illegible]

	ইনিংস	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
বোরদে	... ৫	৮৫	২০	২৩২	৭	৩৩.১৪
গুপ্তে	... ৩	১০৯	৩৪	২৫৭	৭	৩৬.৭১
রঞ্জনে	... ৪	৭৩.৩	১৩	২২৮	৬	৩৮
ডুরানী	... ৫	১২৩	৩০	৩৩২	৫	৬৬.৪
দেশাই	... ৩	৬৮	১১	১৮১	২	৯০.৫
কৃপাল সিং	... ৫	৯৬	২৩	২০৭	১	২০৭

ইংলণ্ড — বোলিং

	ইনিংস	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
অ্যালেন	... ৪	১৪০	৬১	২৪১	৮	৩০.১২
লক	... ৪	১৪৫	৬১	২৮৩	৯	৩১.৪৪
নাইট	... ২	৫৯.৪	১৫	১৫২	৪	৩৮
ডেক্সটার	... ৪	৪৯	৯	১৩৫	৩	৪৫
ডেভিড স্মিথ	... ৪	১২২	৩৬	২৪৯	৩	৮৩

[* তারকা চিহ্ন নট আউটের নির্দেশসূচক]

প্রথম পরিচয়ে রোমান্স

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

ঝলসানো কেন, [illegible] ছুঁড়েই দেওয়া যাক।

'আমি কি [illegible] সেই প্রথম বলটি দিয়েছিলুম?'—[illegible] মনে পড়ে না, কারণ মাথায় [illegible] চোখে ধোঁয়া, একেবারে মূর্চ্ছা [illegible] সে বলটা নিশ্চয় ছয়ের [illegible] মার খেয়েছিল, কেননা আম[illegible] গুঞ্জল বেড়ার ধার থেকে ফেটে [illegible] উল্লাসধ্বনিতে!

'কিন্তু আ[illegible] বলটিকে সম্পূর্ণ স্মরণ করতে [illegible]—মেইলী বলেছেন। সেটি নিখুঁত [illegible] হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার পর [illegible] চাবুর মত ছুটল গুঞ্জন তুলে। [illegible] লেগ স্পিনে থরথর করছে। এই [illegible] যে কোন ব্যাটস-ম্যানকে ছাড়তে [illegible] মেইলীর বক্তব্য, তিনি পিছন [illegible] আনন্দে সুর ভাঁজতে পারতেন [illegible] মুহূর্তের মধ্যে উইকেট ছিটকে [illegible] শব্দ তখন কানে আসা অবধারিত।

"এ ক্ষেত্রে সে [illegible] নয়, কারণ আমার প্রভু ব্যাট কর[illegible], সুতরাং চোখ মেলে দেখতে লাগলুম সব কিছু।"

কী দেখলেন?

"দেখলুম, [illegible] পড়ার আগে চিতাবাঘের মত [illegible] অপেক্ষা ক'রে আছেন। চকিতে [illegible] এক ফুটের মধ্যে তাঁর বাঁ পা [illegible] এল, কাঁধের উপর থেকে দোল [illegible] এল ব্যাট মাটি থেকে ঠিক [illegible] মুখে বলটিকে একবার স্পর্শ করল [illegible] অফের দিকে বেড়ায় প্রচণ্ড [illegible] শব্দ।"

"এইটেই স[illegible] মার, যা আমি দেখেছি।"

সমস্ত মাঠ পাগল হয়ে উঠল। সেই বলে বা অন্য কোনো বলে ট্রাম্পারের উইকেট পাবেন এমন কথা মেইলী ভাবেন নি, কিন্তু যেহেতু তাঁর ধরনের বোলারের সেইটেই সর্বোত্তম বল, মেইলী শুধু আশা করেছিলেন ট্রাম্পার অন্তত আত্মরক্ষা করে বলটি আটকাবেন, বিশেষত এই ছোকরা কেমন বোলার তা ট্রাম্পার যখন এখনো জানেন নি।

বলটির গতিপথের দিকে সকলে চেয়ে রইল সবিস্ময়ে—কেবল তাকালেন না তিনি যিনি মেরেছেন, ভিক্টর এগিয়ে গিয়ে পিচের উপর থেকে নীচু হয়ে একটি কুটো পরিষ্কার ক'রে ফিরে এলেন ক্রীজে। তাঁর দেখবার দরকার ছিল না। তিনি জানতেন বলটি কোথায় যাচ্ছে।

এই মনস্তত্ত্বের উপন্যাসকথা এইবার শেষ করা উচিত। অনেক চিন্তার পরে মেইলী একটি গুরুদক্ষিণা স্থির করলেন। একটি দুর্বলতা আছে ট্রাম্পারের—তিনি "বসা" বলে এখনো কিছু অস্বস্তিবোধ করেন এবং মেইলী সেই বলে বলীয়ান। তেমন একটি বল ছাড়া যাক দেরী না করে, অর্থাৎ ট্রাম্পারের হাতে মৃত্যুবরণের আগে—মেইলী স্থির করলেন।

মেইলীর বলটি হবে এই ধরনের—বলটি লেগব্রেকের মত, তাতে এমন স্পিন থাকবে যাতে শূন্যে ঘুরতে পারে এবং যথেষ্ট পরিমাণে বাঁকতে পারে মাটিতে পড়বার পরে। অধিকন্তু তাতে কিছু টপস্পিন দিয়ে দিলে হঠাৎ দ্রুত নেমে পড়বে মাটিতে। একটি চমৎকার লেগব্রেক।

না, বলটি আসলে অফব্রেক।

পরিকল্পনামত বলটি দেওয়া হোল। এবং সেটি, মেইলী বলেছেন, এমন একটি বল যা আমি স্বপ্নে দিয়ে থাকি।

বলের ফ্লাইট দেখে ট্রাম্পার বিভ্রান্ত হলেন—লাফিয়ে বেরিয়ে পড়লেন উড়িয়ে দিতে—কিন্তু তৎক্ষণাৎ বুঝলেন ভুল করেছেন,—অফব্রেক বলটি অনেক আগে মাটি ছুঁয়েছে—শেষ মুহূর্তের সংশোধনের চেষ্টায় হাত বাড়িয়ে লম্বা ক'রে ব্যাট চালালেন—অন্তিম প্রয়াসে ঝলসে উঠেও ব্যাট বল ছুঁতে পারল না—লেগস্টাম্পের এক চুলের ব্যবধানে বলটি বেরিয়ে গেল এবং উইকেটকীপার যখন বেল ছিনিয়ে নিলেন তখন ট্রাম্পার ক্রীজের অন্তত দু'গজ বাইরে।

ট্রাম্পার ফিরবার চেষ্টা করেন নি। তিনি বুঝেছিলেন বলটি তাঁকে পরাভূত করেছে, তার মূল্য শোধ করতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন।

মেইলীর পাশ দিয়ে চলে যাবার সময়ে ট্রাম্পার হাসলেন, ব্যাটের উল্টো-দিকে হাত ঘষলেন, বললেন—বলটা বড্ড ভাল পড়েছিল, আমার পক্ষে।

ট্রাম্পার প্যাভিলিয়নের দিকে হাঁটছেন। সেই মহান মানুষটি ফিরে যাচ্ছেন পরাভূত হয়ে। যুদ্ধজয়ী মেইলী পরাভূত মহিমার দিকে তাকিয়ে আছেন—

"অপসরমান সেই মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছি, আমার চোখে কিন্তু কোনো জয়ের আলো ছিল না। [illegible] সুন্দর পাখীকে আমি মেরে ফেলে[illegible] ঠিক তাই করেছি, আমি [illegible] করেছিলুম।"

Tanmoy Bhattacharjee

ক্রিকেটের প্রথম পুরুষ

দৈর্ঘে প্রস্থে এবং প্রতিভায় পর্বতাকার ডাঃ ডবলিউ জি গ্রেস থেকেই ক্রিকেটের বর্তমান রূপ জন্মলাভ করেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। ইংলিশ ক্রিকেটে এখনো তাঁর মর্যাদার অনতি-[ক্রান্ত]। ডাঃ গ্রেসের পরবর্তীকালে বহু [illegible] কোন কোন [illegible] অতিক্রান্ত করেছেন, কিন্তু ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং ও অধিনায়ক[ত্বের] সর্বাত্মক প্রতিভায় ডাঃ গ্রেসের সমতুল কেউ জন্মগ্রহণ করেননি। ডাঃ গ্রেস কেবল বড় ক্রিকেট-প্রতিভা ছিলেন না, সহৃদয় মানুষও ছিলেন; তাঁকে কেন্দ্র করে ইংলণ্ডে—ক্রিকেট মাঠে ও মাঠের বাইরে—অজস্র কাহিনী রচিত হয়েছে। কোন বিশেষণে ডাঃ গ্রেসকে প্রকাশ করা সম্ভব হবে না বলেই বোধ হয় স্যার স্টানলি জ্যাকসন ডাঃ গ্রেস সম্বন্ধে একটিমাত্র বিশেষণকেই উপযুক্ত মনে করেছিলেন—'দি গ্রেট ক্রিকেটার।'

'...ইংরেজ ভারতবর্ষকে যে সব ভাল ভাল জিনিষ দিয়ে গিয়েছে তার মধ্যে ক্রিকেট অন্যতম।' —চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী

সি কে নাইডু
ভারতের প্রথম টেস্ট-অধিনায়ক

স্বাগত লর্ড এডওয়ার্ড ডেক্সটার

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

হত, তাতে পাঁচ দিনের খেলার যোগ-বিয়োগ কষা হয়। এ মাঠে কল্পনার বিকাশ সম্ভব নয়। তবু, কল্পনা যার স্বভাবে, রচনা যার রক্তে, সে সৃষ্টিতে স্থগিত থাকে না। ইডেন নামক ক্রিকেটের স্বর্গোদ্যানে কিছু ভুল করার এবং ভুল বকতে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা যদি এডওয়ার্ড ডেক্সটার না করেন, তবে তাঁর সম্বন্ধে সকল পূর্ব ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হবে এবং পত্নীর জন্ম-স্থানে তিনি নিতান্ত বেরসিক জামাতা বলে ধরা পড়বেন।

কিন্তু আমার বিশ্বাস, ডেক্সটার তেমন হবেন না। যুদ্ধোত্তর কালে কম্পটন ছাড়া ইংলণ্ডের মন [illegible] তাঁর মত কেউ পারেননি। তিনি ইংলণ্ডের পালিয়ে যাওয়া দর্শককে ব্যাটের বাড়িতে তাড়িয়ে এনেছেন মাঠে, আমরা না হয় ভারতবর্ষের দর্শক, ফাঁপনো পয়সার চাপে কিংবা [illegible] দখলের লোভে পাকিস্তানের খেলা দেখতেও মাঠে মারামারি করি, তবু ডেক্সটারকে অনুরোধ, তিনি হঠাৎ বড়লোকের কালোবাজারী টিকেটের দামকে মর্যাদা না দিন, মধ্যবিত্তের ধার করা পয়সার কিছু মূল্য যেন ফেরত দেন। ইংলিশ ক্রিকেটের 'মহাশয়' তিনি, চমৎকার পোষাকে ঢাকা তাঁর সুরূপ চেহারা দেখে মনে হয়, 'যেন ফিল্মস্টার', তিনি কলকাতায় এসেছেন অনেক রূপের আর রসের প্রতিশ্রুতি বহন করে। তিনি ক্রিকেটে ইংলণ্ডের নূতন উচ্চারণ, তিনি আনন্দের সর্বশেষ ঘোষণা। ক্রিকেট আবার লড়াইয়ের খেলা থেকে খেলার লড়াই হয়ে উঠেছে, এই নূতন পর্যায়ে অস্ট্রেলিয়ার নায়কত্ব করেছেন রিচি বেনোড, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক ফ্রাঙ্ক ওরেল, ইংলণ্ড কি স্বৈপায়ন সংকীর্ণতায় আবদ্ধ থাকবে, গালভরা আত্মপ্রবঞ্চনায় যাকে বলা হবে সংযত ক্রীড়ারীতি। আধুনিক ইনিংস ক্রিকেটের 'কপোতবক্ষকে' কপাটবক্ষে বিস্তৃত করবে কে?

ইংলণ্ডের অর্ধোক্ত উত্তর—এডওয়ার্ড র‍্যালফ ডেক্সটার।

ইংলণ্ড সাহসের সঙ্গে পূর্ণ কণ্ঠে নবনায়করূপে ডেক্সটারের নাম ঘোষণা করুক। একজন আকর্ষণীয় ব্যাটসম্যান, উপযোগী বোলার, নিপুণ ফিল্ডার কল্পনাপ্রবণ অধিনায়ক এবং সুসভ্য মানুষ, এক কথায় একজন ক্রিকেটারকে, টেড ডেক্সটারকে, তাঁর বিষয়ের প্রযুক্ত ঐ বিশেষণগুলিকে সার্থক প্রমাণ করবার জন্য ইডেন উদ্যান আহ্বান করছে।

শিল্পীর চোখে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিলেতী ব্যাট

টেস্টে ভারতী[য়] [illegible] কৃতিত্বের [illegible]

টেস্ট খেলায় [illegible] দের কৃতিত্বের [illegible] উল্লেখযোগ্য ১৯[illegible] কানপুরে অস্ট্রেলি[য়া] [illegible] জেসু প্যাটেলের [illegible] উইকেট লাভ; [illegible] অস্ট্রেলিয়া পরাজয় [illegible] জেসু প্যাটেল ভারত সরকারের কাছ থেকে পান 'পদ্মশ্রী' খেতাব।

১৯৫১-৫২ সালে মাদ্রাজে ভারতের কাছে ইংলণ্ডের এই প্রথম পরাজয়ের মূলে [illegible] মানকড়ের ৫৫ রানে ৮ ও ৫৩ রানে ৪ উইকেট লাভ।

১৯৫৮-৫৯ সালে কানপুরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের [illegible] ১০২ রানে ৯ উইকেট প্র[illegible] সুভাষ গুপ্তের স্মরণীয় ক[illegible]

পদ্মশ্রী জেসু প্যাটেল—৬৯ রানে ৯ উইকেট ও ৫৫ রানে ৫ উইকেট : বনাম অস্ট্রেলিয়া ১৯৫৯-৬০ কানপুরে;
সুভাষ গুপ্তে—১০২ রানে ৯ উইকেট : বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৫৮-৫৯ কানপুর; ১২৮ রানে ৭ উইকেট : বনাম নিউজিল্যাণ্ড ১৯৫৫-৫৬ হায়দরাবাদ; ৯০ রানে ৬ উই[কেট] : বনাম নিউ-জিল্যাণ্ড ১৯৫৫-৫[৬] [কল]কাতা; ৬—০ ১৭—৫ উইকেট [ব]নাম পাকিস্তান ১৯৫৪-৫৫ ঢাকা; ১৬২ রানে ৭ উইকেট : বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৫২-৫৩ পোর্ট অব স্পেন;
বিনু মানকড়—৫৫ রানে ৮ উইকেট ও ৫৩ রানে ৪ উইকেট : বনাম ইংলণ্ড ১৯৫১-৫২ মাদ্রাজ; ৫২ রানে ৮ উইকেট ও ৭৯ রানে ৫ উইকেট : বনাম পাকিস্তান ১৯৫২ দিল্লি;
গোলাম আমেদ—৪৯ রানে ৭ উইকেট ও ৮১ রানে ৩ উইকেট : বনাম অস্ট্রেলিয়া ১৯৫৬ কলকাতা;
জি এস রামচাঁদ—৪৯ রা[নে] ৬ উইকেট : বনাম পাকিস্তান ১৯[illegible] করাচী;
অমর সিং—৮৬ রানে [illegible] উইকেট : বনাম ইংলণ্ড ১৯৩৩-৩৪ [illegible] ৩৫ রানে ৬ উইকেট : ব[নাম] [illegible] ১৯৩৬ লর্ডস;
ডি জি ফাদকার—১৫[illegible] উইকেট : বনাম ওয়েস্ট [ইণ্ডিজ] [১]৯৪৮-৪৯ মাদ্রাজ;
পলি উমরিগর—৭৪ রানে [illegible] উইকেট : বনাম পাকিস্তান ১৯৫৫ ভাওয়ালপুর;
এস জি সিন্ধে—৯১ রানে ৬ উইকেট : বনাম ইংলণ্ড ১৯৫১-৫২ দিল্লি;
বাপু নাদকার্নী—১০৫ রানে ৬ উইকেট : বনাম অস্ট্রেলিয়া ১৯৫৯-৬০ বোম্বাই;
মহম্মদ নিসার—৯৩ রানে ৫ উইকেট : বনাম ইংলণ্ড ১৯৩২ লর্ডস;
অমরনাথ—৯৬ রানে ৫ উইকেট : বনাম ইংলণ্ড ১৯৪৬ ম্যাঞ্চেস্টার;
বিজয় হাজারে—২৯ রানে ৪ উইকেট : বনাম অস্ট্রেলিয়া ১৯৪৭-৪৮ সিডনী;
সুটে ব্যানার্জি—৫৪ রানে ৪ উইকেট : বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৪৮-৪৯ বোম্বাই;
ভি ভি কুমার—৬৪ রানে ৫ উইকেট : বনাম পাকিস্তান ১৯৬০-৬১ দিল্লি;

খেলাধুলার [illegible] ছেন। খেলাধুলায় ভারতের প্রতিভা তাঁকে কেন্দ্র করেই সমস্ত পৃথিবী স্বীকার করে নিয়েছে। তাঁর অপূর্ব খেলার চারুসুষমায় মুগ্ধ ও মুখর ইংলণ্ডের জনসাধারণ ভারতীয়দের সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করবার অব-কাশ পেয়েছে। সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরি-[illegible] অবজ্ঞার ভাব ভুলে গিয়ে [illegible] সম্মানকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য তাঁর সাহায্য বরণ করে নিয়েছে।

ক্রিকেট খেলার গতানুগতিক নিয়ম-কানুন বা ছকের বাঁধাধরা মারকে তুচ্ছ করে, সকল প্রকার আক্রমণধারকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে স্বকীয় ভঙ্গীতে তিনি যেরূপ দ্রুত রান তুলতে পারতেন, তা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। নিজস্ব ভঙ্গিমায় বল মারবার অপূর্ব কৌশল, এক উইকেট থেকে অন্য উই-কেটে দৌড়োবার ক্ষিপ্রতা এবং ঝড়ের গতিতে রান তোলবার সাহস ও দক্ষতা তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের মধ্যে স্থান করে দিয়েছে। কুশলী শিল্পীর কণ্ঠে সংগীত যেমন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, তালে, লয়ে, সুরের অপূর্ব মূর্ছনায় সেই সংগীত যেমন শ্রোতাদের বাহ্যজ্ঞানশূন্য করে অনাবিল আনন্দের খোরাক যোগায়, তেমনি রণজির খেলার মাঝেও দর্শকেরা পেতেন অনাবিল আনন্দের তীব্র প্রবাহ।"

...নায় আইনের কচকচি

॥ বলের রকমফের ॥

"আউট" সুইংগার ব্রিণ। বলের সেলাইটি প্রথম অথবা দ্বিতীয় স্লিপের দিকে নিশানা করা। বোলারের হাত থেকে বল ... হয়ে ব্যাটস্ম্যান-এর ... থাকেই।

হাওড়া/পাণ্ডরে—পাকিস্তান সভাপতির একাদশের সঙ্গে—[ড্র]

জামালপুরে — রাজ্যপালের একাদশের সঙ্গে—[এম সি সি ২৯ রানে বিজয়ী]

লাহোরে টেস্ট—ইংলণ্ড ৫ উইকেটে বিজয়ী

পুণায়—ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একাদশের সঙ্গে—[ড্র]

আমেদাবাদে—পশ্চিমাঞ্চল দলের সঙ্গে —[ড্র]

বোম্বাইতে — রণজি ট্রফি বিজয়ী বোম্বাইয়ের সঙ্গে—[ড্র]

বোম্বাইতে প্রথম টেস্ট—[ড্র]

হায়দরাবাদে—ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতির দলের সঙ্গে— [এম সি সি ৪ উইকেটে বিজয়ী]

জয়পুরে—রাজস্থানের সঙ্গে—[ড্র]

নাগপুরে—মধ্যাঞ্চলের সঙ্গে—[ড্র]

কানপুরে দ্বিতীয় টেস্ট—[ড্র]

জলন্ধরে—উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে—[এম সি সি ১ উইকেটে বিজয়ী]

দিল্লীতে তৃতীয় টেস্ট—[ড্র]

কটকে—পূর্বাঞ্চল ...

কলকাতায়—মুখ্যমন্ত্রীর ... বিজয়ী]।

ইংলণ্ড খেলোয়াড়দের সেঞ্চুরী

কেন ব্যারিংটন—১৩৯ (পাকিস্তান—প্রথম টেস্ট) ১৪৯ নট আউট (ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একাদশ), ১৫১ নট আউট (ভারতে প্রথম টেস্ট), ১৭২ (দ্বিতীয় টেস্ট), ১১৩ নট আউট (তৃতীয় টেস্ট)।

জিওফ পুলার—১০৪ (পশ্চিম অঞ্চল), ১১৯ (ভারতে দ্বিতীয় টেস্ট)।

টেড ডেক্সটার—১২৬ নট আউট (ভারতে দ্বিতীয় টেস্ট)।

পিটার পারফিট—১৬৬ নট আউট (মধ্যাঞ্চল)। ১১২ (সার্ভিসেস); এরিক রাসেল—১০১ (মধ্যাঞ্চল)।

পিটার রিচার্ডসন—১৪৭ (পূর্বাঞ্চল)

ভারত ও পাক খেলোয়াড়দের সেঞ্চুরী

মুস্তাক মহম্মদ—১০২ (পাক সভা-

(তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য)

[১] আউট কি আউট নয়?

[২] আউট কি আউট নয়?

[৩] কোন্‌টি এল বি ডব্লিউ, কোন্‌টি নয়?

[৪] আউট ... আউট নয়?

[৫] 'ক্যাচ' ... কি ঠিক নয়?

আউট এবং এল বি ডব্লিউ-এর কয়েকটি চিত্র এখানে প্রশ্নাকারে প্রকাশ করা হ'ল। উত্তরগুলি চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য—

[৬] আ... আউট নয়?

[৭] চারটি বোলিং-এর কোন্‌টি ঠিক, কোন্‌টি বেঠিক?

[৮] কোন্ ... স্পেস লাগবে?

[৯] আউট কি আউট নয়?

[১০] এল বি ডব্লিউ-এর কোন্ আবেদনে আম্পায়ার সাড়া দেবেন?

[১১] আউট কি আউট নয়?

(প্রথম কলমের পর)

পতির একাদশ)

জাভেদ বার্কি—১৩৮ (পাক-ইংলণ্ড টেস্ট)

সেলিম দুরাণী—১২... (রাজস্থান)

সুরবীর সিং—১১২ (মধ্যাঞ্চল)

পলি উম্রিগর—১৪৭ (ভারতে দ্বিতীয় টেস্ট)

এম এল জয়সীমা—১২৭ (ভারতে তৃতীয় টেস্ট)

বিজয় মঞ্জরেকার—১৮৯ নট আউট (ভারতে তৃতীয় টেস্ট)।

(পঞ্চম কলমের পর)

২০০ (কলিকাতা ৫৫-৫৬)।

পলি উম্রিগর—২২৩ (হায়দরাবাদ ৫৫-৫৬)।

জি এস রামচাঁদ—১০৬* (কলিকাতা ৫৫-৫৬)।

কৃপাল সিং—১০০* (হায়দরাবাদ ৫৫-৫৬)।
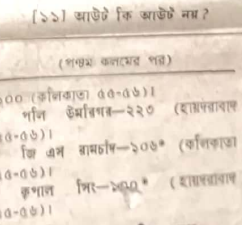
পাকিস্তানের বিরুদ্ধে

পলি উম্রিগর—১০২ (বোম্বাই ৫২-৫৩) ১০৮ (পেশোয়ার ৫৪-৫৫) ১১৩ (কানপুর ৬০-৬১), ১১৭ (মাদ্রাজ ৬০-৬১), ১১২ (দিল্লি ৬০-৬১)।

বিজয় হাজারে—১৪৬* (বোম্বাই ৫২-৫৩)।

দীপক সোধন—১১০ (কলিকাতা ৫২-৫৩)।

চাঁদু বোরদে—১৭৭* (মাদ্রাজ ৬০-৬১)।

[*তারকা চিহ্ন নট আউটের নির্দেশসূচক]

ভারতীয়দের টেস্ট সেঞ্চুরী

টেস্ট ভারতের ১১ জন খেলোয়াড়ের মোট ৫৩টি সেঞ্চুরীর মধ্যে পলি উম্রিগর—একমাত্র ... সেঞ্চুরী ... করেছেন ১০টি সেঞ্চুরী। ... বিজয় হাজারের ... মানকড়, পঙ্কজ রায় ও ম... করে সেঞ্চুরী। ... উল্লেখযোগ্য। বিজয় মার্চেন্ট তিনবার, মুস্তাক আলী, ফাদকার, রামচাঁদ ও চাঁদু বোরদে দু'বার করে সেঞ্চুরীর অধিকারী হয়েছেন। বাকী ৯ জনের নামের পাশে একটি করে তিন অঙ্কের রান।

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে

বিজয় মার্চেন্ট—১১৪ (ম্যাঞ্চেস্টার ১৯৩৬), ১২৮ (ওভাল ১৯৪৬), ১৫৪ (দিল্লি ৫১-৫২)।

বিজয় হাজারে—১৬৪* (দিল্লি ৫১-৫২), ১৫৫ (বোম্বাই ৫১-৫২)।

পঙ্কজ রায়—১৪০ (বোম্বাই ৫১-৫২), ১১১ (মাদ্রাজ ৫১-৫২)।

পলি উম্রিগর—১৩০* (মাদ্রাজ ৫১-৫২), ১১৮ (ম্যাঞ্চেস্টার ১৯৫৯) ১৪৭* (কানপুর ৬১)।

বিনু মানকড়—১৮৪ (লর্ডস ১৯৫২)।

বিজয় মঞ্জরেকার—১৩৩ (লীডস ১৯৫২), ১৮৯* (দিল্লি ৬১)।

এল ...

৫১-৫২)।

মুস্তাক ... আলী—১১২ (ম্যাঞ্চেস্টার ১৯৩৬)।

আব্বাস আলী বেগ—১১২ (ম্যাঞ্চেস্টার ১৯৫৯)।

জয়সীমা—১২৭ (দিল্লি ৬১)।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে

বিজয় হাজারে—১৪৫ ও ১১৬ (এডিলেড ৪৭-৪৮), (হাজারে দুই ইনিংসে সেঞ্চুরী করেন)।

বিনু মানকড়—১১৬ (মেলবোর্ণ ৪৭-৪৮), ১১১ (মেলবোর্ণ ৪৭-৪৮)।

ডি জি ফাদকার—১২৩ (এডিলেড ৪৭-৪৮)।

১৯৫৬)।

জি এস রামচাঁদ—১০৯ (বোম্বাই)

নরী কন্ট্রাক্টর—১০৮ (বোম্বাই ৫৯-৬০)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে

বিজয় হাজারে—১৩৪* (বোম্বাই ৪৮-৪৯) ১২২ (বোম্বাই ৪৮-৪৯) বোম্বাইতে এ বছর ২টি টেস্ট হয়।

পলি উম্রিগর—১৩০ (পোর্ট অব স্পেন ৫২-৫৩) ১১৭ (কিংস্টন ১৯৫২-৫৩)

এম এল আপ্তে—১৬৩* (পোর্ট অব স্পেন ৫২-৫৩)।

বিজয় মঞ্জরেকার—১১৮ (কিংস্টন ৫২-৫৩)।

পঙ্কজ রায়—১৫০ (কিংস্টন ৫২-৫৩)

হেমু অধিকারী—১১৪* (দিল্লি ৪৮-৪৯)।

রুসি মোদি—১১২ বোম্বাই ৪৮-৪৯)

চাঁদু বোরদে—১০৯ (দিল্লি ৫৮-৫৯)

মুস্তাক আলী—১০৬ (কলিকাতা ৪৮-৪৯)।

নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে

বিনু মানকড়—২৩১ (মাদ্রাজ ৫৫-৫৬) ২২৩ (বোম্বাই ৫৫-৫৬)

বিজয় মঞ্জরেকার—১৭৭ (দিল্লি ৫৫-৫৬), ১১৮ (হায়দরাবাদ ৫৫-৫৬)।

পঙ্কজ রায়—১৭৩ (মাদ্রাজ ৫৫-৫৬)

(চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য)

আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১) আনন্দ প্রেস হইতে শ্রীসন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক ...